New Zealand Sarbojonin

durgotsav 2019

organised by

Probasee Bengalee Association of New Zealand

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 1 20/09/19 9:59 AM

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके
गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते

with best
compliments
for the pujas

from the team you can trust

FIRST
property
management

mohijit sengupta
021703567
www.rentalsinauckland.co.nz

সম্পাদকীয়

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু এত পুজো-পার্বণের মধ্যেও আপামর বাঙালী সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বছরের এই সময়টার জন্য -- কখন বর্ষার ঘন কালো মেঘ সরিয়ে আকাশে দেখা যাবে শরতের সাদা মেঘ; কাশ, শিউলি-তে সেজে উঠে প্রকৃতি জানান দেবে মায়ের আগমনের। বাঙালীর এই অপেক্ষা চিরন্তনের। বছরের নতুন ক্যালেন্ডার এলে প্রথমেই আমাদের চোখটা চলে যায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে... দুর্গাপুজো কবে!

এই দুর্গাপুজোর প্রচলন বহু যুগ পূর্বে। পুরাণ মতে দুর্গা পুজোর প্রথম প্রবর্তক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বসন্তকালে বৈকুণ্ঠে তিনি সর্বপ্রথম দুর্গাপুজো করেছিলেন। দ্বিতীয়বার দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন পরমপিতা ব্রহ্মা। এরপর ত্রিপুর অসুরকে বধ করার জন্য প্রথমবার শক্তি রূপে দেবীর আরাধনা করেছিলেন মহাদেব। চতুর্থ বার দুর্গাপুজো করেন ইন্দ্র। তারপর থেকেই পৃথিবীতে বিভিন্ন মুনি-ঋষিরা দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হন। পৃথিবীর বুকে প্রথম দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রেই দেবীর আরাধনা হত বসন্তকালে। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য ব্রহ্মার উপদেশে শরৎকালে মা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। বসন্তকালে না করে অসময়ে দুর্গার আরাধনা হওয়ায় শরৎকালের এই পুজোকে অকাল বোধনও বলা হয়। বাল্মীকির রামায়ণ, বা অন্যান্য ভাষায় রচিত রামায়ণে এই পুজোর কোনো উল্লেখ নেই। কেবল বাংলা ভাষায় রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেই এই পুজোর বর্ণনা রয়েছে।

শরৎকালে দেবীর এই আরাধনাই আজ বাঙালীর দুর্গাপুজো। তবে দুর্গাপুজো আজ আর কেবল পূজার্চনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে এই পুজো আজ এক আনন্দযজ্ঞের রূপ নিয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুজোর প্রচলন হলেও, ধীরে ধীরে এই পুজো হয়ে উঠেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনোৎসব, বাঙালীর প্রাণের উৎসব – দুর্গোৎসব। এই উৎসব ঘরে ফেরার উৎসব। এইসময় মা দুর্গা তাঁর বাপের বাড়ীতে ফেরত আসেন। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীরা ফেরত আসে তাদের নিজেদের ঘরে। আলোর রোশনাই আর লোকের ভিড়ে সেজে উঠে যেন প্রাণ ফিরে পায় শহর কোলকাতাও, সে-ও ফেরত আসে স্বমহিমায়। আর যাদের ঘরে ফেরা হয়ে ওঠে না, তারা ঘর থেকে বহু যোজন দূরে থেকেও দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ফেরত আসে তাদের শিকড়ের কাছে।

প্রবাসী বাঙালী অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সার্বজনীন দুর্গোৎসব যেন অকল্যান্ডবাসী বাঙালীদের ঘরে ফেরার সেই আশ্রয়। বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকটা দিন সবাই মিলে একসাথে আনন্দে মেতে ওঠার এ এক যজ্ঞ – সে পুজোর জোগাড়ে হাত লাগানোই হোক, বা রান্নাঘরে লুচি বেলা বা তরকারি কাটার তোরজোড়, কিম্বা সন্ধ্যাবেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঐ যে বললাম, এ তো শুধু পুজো নয়, এ যেন এক মিলনমেলা – মানুষের সাথে মানুষের মিলন, বাঙালীর সাথে বাঙালিয়ানার মিলন।

এই বৃহৎ আনন্দযজ্ঞ উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালী অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সকলের জন্য রইল এই ছোট্ট নিবেদন - এবছরের পুজো সংকলন।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ সম্পাদক মন্ডলী,
সোহম সরকার
স্বয়ম সরকার
সিদ্ধার্থ রায়

তথ্যসূত্রঃ

প্রবন্ধ শব্দাঞ্জলিতে দুর্গাপূজা, হরিপদ ভৌমিক, নতুন বাংলার মুখ পত্রিকা, আশ্বিন ১৪১৪, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ১৬৩ দ্রঃ

From the President's Desk

Durga Puja is not just a religious festival in any part of the world or in India, it has reached a carnival sort of status in its celebration with expressions of art, culture and themes. The global presence of Bengalis across various geographies reflect the same with focus on art and culture more than religion; and over the years, there has been more inclusive celebrations cutting across social fabrics of communities.

Probasee Durga Puja is also traversing along the same path as it starts to reflect the nature of participation with visitors and members alike. The local kiwi born Bengalis have begun to identify and associate themselves with the greatest traditions of Durga Puja, from Mahalaya all the way to the Bijoya Dasami Day. The colourful dresses the kids wear, the kurta-Punjabi and sarees the adults keep flashing and all the rush to have that one great selfie with Goddess Durga to flash in the social media is still on and the fever will continue in the years to come. May God bless all of us in this festive season. We look forward to more fun filled days of celebration this year and in the future years.

Best wishes

Malabika Bhaduri

President

Probasee Bengalee Association of New Zealand

28th NZ Sarbojonin Durgotsav 2019

Since 1992

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Venue: NZ Athia Trust Society
37-39 Selwyn St, Onehunga
Auckland 1643

PUJA NIRGHANTA 2019

Friday 04 October

6:45 pm	Pratima Sthapan and Puja
7:30 pm	Cultural programme
9 pm	Dinner

Saturday 05 October

10:30 am	Mahashashthi Puja
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1:00 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Mahasaptami Puja
3:00 pm	Arati/Pushpanjali
7:15 pm	Sandhyarati
7:40 pm	Cultural Programme
9 pm	Dinner

Sunday 06 October

10:30 am	Mahashtami Puja
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Sandhi Puja
1:45 pm	Mahanabami Puja
3:15 pm	Arati/Pushpanjali
3:30 pm	Havan
7:00 pm	Dasami Puja
8 pm	Sindur Daan
9 pm	Dinner

On behalf of:
Probasee Bengalee Association of NZ Inc.
www.probasee.org.nz

সূচিপত্র (Contents)

স্মৃতিচারণ (Reminiscence)

08 পুজোর সেকাল একাল...

Tapas Mandal

11 দুর্গাপুজো ও আমি

Sudeshna Chatterjee

13 দেবব্রত বিশ্বাস -- কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

Sambuddha Narayan Dasgupta

16 Wish I could rewind back in time

Shopan Dasgupta

21 শৈশবের স্মৃতি

Pavitra Roy

ইতিহাসের পাতায় (History)

25 কলকাতা, অকল্যান্ড, এবং ইডেন!

Subhamoy Ganguly

27 Netaji Subhas Chandra Bose

Amit Sengupta

31 রবিচিন্তা - বিনম্র একটি নিবন্ধ প্রয়াস
এক সকালে কিছুক্ষণ

Ujjal Ghosh

33 মহাত্মা ও মহামানব - ভারত আত্মার প্রধান
দুই ধারার ভিন্নমুখী প্রবাহ

Sanjay Banerjee

ভ্রমণ দর্পণ (Travel Stories)

43 রবির আলোয় শান্তিনিকেতন

Swapna Roy

44 USA 2017

Atrayee Roy

46 Vienna – My first European
experience for 210 days!

Shivaji Adhikary

গল্পমালা (Stories)

52 When the Dust Settled

Sananda Chatterjee

55 গানে মোর ইন্দ্রধনু

Supriyo Sur

58 হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে

Sushmita Bose

59 ভালোবাসি বাংলাকে

Prova Ghosh

ছন্দকথা (Poetries)

64 **রক্ত ও প্রেম**

Swastika Ganguly

64 **আত্মোক্তি**

Kuhelika Maity

65 **Nō hea ahau?**

Sujata Roy

66 **Ode to Two Little Feet**

Sushanta Roy

67 **Saving**

Madhurima Chatterjee

67 **Durga Puja**

Emili Biswas

68 **ক্ষতি**

Saswata Ray

69 **আমার সন্ধ্যাকাশের মেঘ**

Upasana Chowdhury

70 **নিউজিল্যান্ডে বরষা**

Aurobindo Ray

সম্পাদক (Editor)

Soham Sarkar

পত্রবিন্যাস (Page Layout)

Siddhartha Roy & Soham Sarkar

প্রচ্ছদ (Cover Page Design)

Swayam Sarkar

পাঁচমিশালি (Miscellaneous)

71 **How Artificial Intelligence Will Affect Us**

Neel Das

72 **Teenagers Get Less Sleep Because of Technology**

Sachi Roy

73 **Nō hea koe?**

Svetlana Banerjee

74 **The Peshawar School Massacre**

Krittibas Dasgupta

76 **Probasee Annual Events (Photo Gallery)**

তুলির টানে (Paintings)

15 Sanjukta Dey

15 Srijan Bag

42 Rounak Giri

31, 63 Shanta Basu

65 Sujata Roy

পুজোর সেকাল একাল...

তাপস মণ্ডল

দুর্গা পূজা বাংলার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আবাল বৃদ্ধা বনিতা, সারা বছরের হাসি-কান্না, দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন সব কিছু ভুলে আনন্দে মেতে থাকেন ওই কদিন। পুজো এখনও নিঃসন্দেহে পুজোই আছে। তিথি নক্ষত্র আচার বিধি মেনেই পুজো পালন করা হয়, তারপরেও বর্তামান কালের পুজো বা পুজোর আয়োজন আচার বিধির থেকেও সাজ সজ্জার এবং প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

দুর্গা পুজোর প্রচলন নিয়ে নানা মত রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম দুটো মত হল বঙ্গ দেশে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে মালদা এবং দিনাজপুরের জমিদারেরা প্রথম পুজোর প্রচলন করেন, আবার অন্য মতে, ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং নাদিয়ার ভবানন্দ মজুমদার প্রথম শারদীয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। যদিও সকলেই একমত যে ১৭৯০ সালে হুগলির গুপ্তিপাড়ার ১২ জন বন্ধু মিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে প্রথম "বারোয়ারি" পুজোর প্রচলন করেন। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্মোৎসাহী সভা কলকাতার বাগবাজারে সর্বজন বা জনসাধারণের আর্থিক এবং সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ নিয়ে বারোয়ারি পুজো সার্বজনীন পুজোয় রূপান্তরিত হয় ।

বাগবাজার-এর পুজো আজও তার নিজস্বতা এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে সেই একচলার প্রতিমা এবং ডাকের সাজের মৃন্ময়ী মূর্তি পুজো করে চলেছেন, কিন্তু কসবায় গেলে আমরা মা দুর্গার মৃন্ময়ী, না চিন্ময়ী, না গ্রিক স্থাপত্যের সংমিশ্রনে অভিনব কোনো মাতৃ মূর্তির রূপ দেখব তা মূর্তি উন্মোচনের আগে জানা বা বলা অসম্ভব।

স্মৃতি রোমন্থন করলে এখনো মনে পড়ে শুধু মাত্র মহম্মদ আলী পার্ক-এর দুর্গাপুজো ছিল ব্যতিক্রমী সাজ-সজ্জা। বাকি উল্লেখযোগ্য পুজোর মধ্যে কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন ছিল আলোক সজ্জায় অভিনব, বাগবাজার তার নিজস্বতায় , কুমোরটুলি ছিল সাবেকি সাজে, হাতিবাগানের কারুকৃতি, আহিরীটোলা নতুনত্বের ছোয়ায় (কিন্তু থিমের নয়), একডালিয়া এভারগ্রিন আলোক তথা মাতৃ মূর্তির অভিনবত্বে, মুদিয়ালী একটু ব্যতিক্রমী (আবার উল্লেখ্য, থিমের নয়), বেহালা কিছু নতুন পুরাতনের সংমিশ্রণ আর গড়িয়ার নব-দুর্গা... খুব স্পষ্ট মনে পড়ে থিমের পুজোর সূত্রপাত হয় কসবার পুজোয় বন্দন রাহার মাটির ভাড়ের প্যান্ডেল আর অভিনব মাতৃ মূর্তির উপস্থাপনা দিয়ে।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 8 20/09/19 9:59 AM

ছোটবেলা থেকে দেখেই এসেছি এশিয়ান পেন্টস “শারদ সম্মান” ছিল সেরা পুজো বাছাইয়ের একমাত্র পরিমাপ এবং যেই পুজো মন্ডপ, প্রতিমা বা পুজো কমিটি সেই পুজোর আয়োজন করত, তারা স্মারক পেতেন আর সবাই মিলেই সেই পুজো দেখতে যাবার আগ্রহ বাড়ত। বর্তমান কালে সেই শারদ সম্মান-এর কথা বাকি সব পুরস্কারের ঢলে প্রায় ম্লান বা হয়তো অনেকে জানেনই না। এখন কয়েক হাজার সংস্থা কয়েক হাজার পুরস্কার প্রদান করেন অসংখ্য পুজো এবং পুজো কমিটি কে। প্রতিটি পাড়ার প্রতিটি পুজো কিছু না কিছু পুরস্কারে ভূষিত। বঙ্গের পুজোর এখন, পুরস্কারের সংখ্যা এতো বেড়ে যাওয়ায়, ভালো মন্দের বিচার বা নিরিখ-এর মান সম্পূর্ণই আলাদা। একটা ক্লাসে যদি ৫ জন ফার্স্ট বয় বা গার্ল হয় তাহলে কে যে সত্যিকারের মেধাবী, সেটা নির্ধারণ করা যেমন কঠিন, তেমনি গ্রহণযোগ্যও নয়।

৯০ দশকের শেষ দিক অবধি পুজোর প্রকাশ ছিল অনেক বেশি বঙ্গ কেন্দ্রিক। হ্যাঁ, বিদেশী স্থাপত্যের অনুকরণেও অনেক মন্ডপ সজ্জা হয়েছে, আলোকের রোশনাই ছিল, কিন্তু মাতৃ মূর্তি অবয়ব চিরাচরিত প্রথা খন্ডন করে বিশেষ হত না। ২০০০ সালের পর থেকেই থিমের পুজোর হাত ধরে আমরা শুধু মণ্ডপ সজ্জায় পরিবর্তন দেখছি না, মাতৃ মূর্তিরও বিশাল রূপান্তরিকরণ দেখছি। মা এখন শুধু মাত্র বাঙালি মায়ের বেশে আসেন না, বিশ্ব বাংলা বা বিশ্বায়নের রেশে মা কোথাও চাইনিজ অবয়বে, কোথাও ইউরোপিয়ান আদলে, আবার কোথাও মহাকাশ জগতের বেশ ভূষায়। পুজোর ভিড়, মানুষের পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, এমনকি ছোটদের পুজোর খেলনাতেও আমূল পরিবর্তন দেখা যায় আজকাল। পুজোর গান আর পূজা বার্ষিকী পত্রিকাও তার ব্যতিক্রম নয় ।

মায়ের গায়ে অপরূপ ডাকের সাজের গয়না গড়তেন কুমোরটুলির শিল্পীরা। শোলার সেই সব কাজ ছিল অভিনব চোখ ধাঁধানো। থিমের দমকে এখন মা-কে অনেক বেশি বৈষয়িক করে দেওয়া হয়েছে। মায়ের গায়ে থাকে ১ কোটি টাকা মূল্যের হীরে, পুজোর কদিন দিন-রাত ২৪ ঘন্টা পাহারা দেয় সশস্ত্র গার্ড, মিডিয়ার মাধ্যমে তার জোরদার প্রচার করা হয় আর জন সমাগমের ঘাটতি যে হয়না, তা বলাই বাহুল্য।

আগে পুজোর রেশ শুরু হত মহালয়া দিয়ে কিন্তু পঞ্চমীর রাতে চলত প্যান্ডেল বা লাইটিং সাজানো, মণ্ডপে মা পদার্পন করতেন পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিন। এখন তো বিভিন্ন সেলিব্রিটি বা নেতা নেত্রীরা মহালয়ার দিনই ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন বা মাতৃ মূর্তির উন্মোচন করে দেন। একই পথ ধরে দশমীর রাতে মা কে কৈলাশে তিথি বিধি মেনে পাঠিয়ে দেয়া হত। ব্যতিক্রম হত শনিবার বা বৃস্পতিবারে, কারণ ওই দুদিন বাড়ি থেকে মেয়েকে বিদায় দিতে নেই। এখন তো মা থাকেন লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন অবধি, তারপর ভিসা আর বাড়ানো হয়না ।

আগে পুজো দেখতে যেতে হত মণ্ডপে আর তার সময় ছিলো ৩-৪ রাত , সবাই মিলেই ভিড় ঠেলেই রাত জেগে এক মণ্ডপ থেকে আর এক মণ্ডপ, তার মজা ছিল আলাদা, এখন তো ঘরে বসেই সারা কলকাতার বা বাংলার নয়, সারা পৃথিবীর পুজো আমরা দেখতে পাই টেকনোলজির দৌলতে, যার ফলে সশরীরে পুজো দেখার সেই অনুভব আমরা রূপান্তরিত করে ফেলেছি ভার্চুয়াল অনুভবে।

পরিশেষে বলতেই হয়, ভালোর যেমন কিছু খারাপ থাকে তেমনি খারাপের অনেক ভালো থাকে। সেই রকম বর্তমান দিনের পুজোয় বিশেষত বঙ্গের পুজোয় শুধু মাত্র পুজোর দিন গুলো নয় সারা বছর চলে একটা কর্মযজ্ঞ, চলে পুজোর সাথেই জড়িত বহু জীবিকার কর্মসংস্থান, বহু মানুষের জীবিকা নির্ভর চলে সারা বছর ধরে, এক একটা পুজোর বাজেট থাকে কয়েক কোটি টাকার, তার ফলে অর্থনীতিতেও তার একটা প্রভাব পড়ে বৈকি। মা তো সবই দেখেন জানেন বোঝেন। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র, তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু করি...

সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা তুমি...

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 9 20/09/19 9:59 AM

BIKANERVALA

Best Compliments and Greetings

Mt Roskill, Auckland | 09 627 6400

দুর্গাপুজো ও আমি

সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী

আমার ছোটবেলার দুর্গাপূজা বলতে আমার বাপের বাড়ির পাড়ার পুজো। পুজোর আগে দুটো আকর্ষণ ছিলো। প্রথম, প্রায় এক মাস আগের থেকে মা সুন্দর সুন্দর জামা বানাতো। প্রায়ই সেগুলোর ট্রায়াল দিতে হতো। ছোটবেলায় এই ট্রায়ালের অপেক্ষায় থাকতাম সারা বছর। আর ছিলো ষষ্ঠীর বিকেলে বাবার সঙ্গে বাজার করতে যাওয়া। বাজার মানে মণিহারী দোকানে গিয়ে চুলের ফিতে, কুমকুম, স্নো, পাউডার ইত্যাদি কেনা। এতেই আমার আনন্দ।

তখনকার দিনে পাড়ার পুজোয় কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো না। সকালে স্নান করে নতুন জামা পরে পাড়ার পুজো মন্ডপে গিয়ে বসতাম। অষ্টমীর অঞ্জলি দিতাম। পাড়ার অনেক পুরনো লোকেদের সাথে দেখা হতো, গল্প হতো। পাড়ার কত মেয়ে এই কদিন বাপের বাড়ি বেড়াতে আসতো --- তারা মন্ডপে এলে যে কি ভালো লাগতো!
সন্ধেবেলায় আবার যেতাম। তবে এবার শুধু মন্ডপ নয়, তার পাশেই হতো পূর্বাচল মণিমেলার হাতের কাজের প্রদর্শনী। আমাদেরই হাতের কাজ। আমি কখনও রুমালে embroidery করেছি, কখনও বাটিকের ব্লাউজ পীস করে দিয়েছি। মন্ডপ আর এই প্রদর্শনী -- এ-ই আমার বিচরণ ক্ষেত্র এই কটা দিন। অষ্টমীর সন্ধেবেলা মণিমেলার ব্রতচারী, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানেও আমাকে দেখা যেত। নবমীর দুপুরে সবার সাথে বসে প্রসাদ খেতেও দারুণ লাগত।

কিন্তু সব থেকে ভালো দিন ছিল দশমী। দুপুরে মার সাথে যেতাম। মা ও সব এয়োরা ঠাকুর বরণ করতেন। তারপর আমার দিদিমার পাকাচুল মাথায় সিঁদুর পরাতে যেতেন। আমি বছরের পর বছর কি উৎসাহ নিয়ে এঁদের দেখতাম তা কে জানে! সন্ধেবেলা ঠাকুর বিসর্জন হত আমার মামা বাড়ির সামনের পুকুরে। নীচের বারান্দা ভরে যেত দর্শনার্থীদের ভিড়ে। আমরা সদর দরজা বন্ধ করে, সবাই দোতলার বারান্দায় চলে যেতাম।ওখান থেকেই তিন-চারটে ঠাকুর ভাষাণ দেখতাম। তারপর শুরু হত বিজয়ার প্রণামের পালা। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের সাথে বিজয়া সারতেও তো লাগত বেশ কিছুদিন।

ফটোগ্রাফিঃ **স্বয়ম সরকার**

আমি খুব একটা প্যান্ডেলে গিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখি নি। এক বছর আমার সেজোমামা-মামিমা নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখাতে আর একবার আমার দিদি-জামাইবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণে। কপাল এমনই যে দু দিনই সে কি বৃষ্টি! তবে সব মিলিয়ে খুব উপভোগ করেছিলাম দুবারই।

বিয়ের পরে পুজোর কদিন মেয়েরা সবাই বাপের বাড়ি আসত। সেকি হইহই! প্রায় ২৫ জনের পাত পড়ছে এক এক বেলায়। সন্ধের পরে সবাই ঠাকুর দেখতে যেত আর আমি আর আমার কত্তা যেতাম পাড়ার বন্ধুদের বাড়ি। বন্ধুর বাড়ির পাশেই পুজো। তাই ওখানে আড্ডার সাথে সাথে মায়ের ভোগ দিয়ে বেশ ডিনার হয়ে যেত।

তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে একদিন যেতাম আমার বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে ষষ্ঠী আর অষ্টমীতে শুধু লুচি খেতে হত। সবাই মিলে রান্না আর খাওয়াতে আমার বেশ লাগত। কিন্তু আমার ঘটি কত্তাবাবু জানতেন যে অষ্টমীতে বাঙ্গাল বাড়িতে বিরিয়ানি হয়। তাই আমাকে আমার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করাবার অছিলায় বিরিয়ানি খেতে শ্বশুরবাড়ি যেতেন। আবার নবমীতে সকালে উঠেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 11 20/09/19 9:59 AM

১৯৯২ এ গেলাম দিল্লীর সরিতা বিহার। ওখানে প্রায় ছয়-সাত বছর ট্রেসারী ছিলো আমাদের বাড়ি। তাই পুজোর মাস খানেক আগে থেকেই বাড়িতে সন্ধেবেলায় লোকজনের আনাগোনা। অনেকেই অফিস-ফেরত আসতেন। আমি তাই প্রতিদিন এক কিলো মটরের ঘুগনি আর কিছুটা দুধের পায়েস বানিয়ে রাখতাম। দিনের শেষে যদিও দেখতাম সব শেষ!

পুজোর কদিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত জানি না। সকালে পুজো, ঠাকুরের ফল-মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে হত breakfast, দুপুরে ভোগের খিচুরি আর রাতে নানান স্টলের খাবার আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নিজেদের বাচ্চাদের সাথে সাথে কলকাতার শিল্পীদেরও দেখা যেত। দুপুরে কিছু গান আর আবৃত্তির প্রতিযোগিতাও হত। সেখানে আমাকে প্রায়-ই judge এর ভূমিকায় দেখা যেত। নবমীর রাতে ছিলো আমাদের বিশেষ আকর্ষণ। Organised performance হয়ে গেলে, দর্শক সব চলে গেলে, শুরু হত আমাদের অনুষ্ঠান। সেখানে Impromptu সব উপস্থাপনা, নাচে-গানে মেতে উঠত পুজোর শেষ রাত। সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত! প্রায় রাত ২.৩০-৩টে নাগাদ আমাদের আসর ভাঙত। আজও খুব miss করি সেই 'নবমীর রাতটাকে', আর সেই মানুষগুলোকে যারা ওই রাতটাকে আমার কাছে এত memorable করে দিয়েছেন।

২০০৩-এ 'এলেম নতুন দেশে' - নিউজিল্যান্ডে। এখানকার পুজো এবং তার সাথে আমার যোগাযোগ হলো আরও নিবিড়। পুজোর দিনগুলো এখানে কম। পুজোর কাছাকাছি একটা শুক্রবার সন্ধের থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত। শনিবার আর রবিবার সকালে পুজোর ভোগ বানাতে ব্যস্ত থাকি। তারপর, শরীর বুঝে পুজোর নানান কাজ। Brunch বিকেল ৩.৩০ বা ৪টের সময়। আবার সন্ধ্যা-আরতির সময় হাজির থাকার প্রচেষ্টা। শুক্র-শনি দু-দিনের সন্ধ্যেটা কাটে ছোট-বড় সকলের নানান সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা দেখতে দেখতে আর রবিবার ঘট বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও বিজয়ার সম্ভাসন আদান-প্রদান। তারপর রাতের খাবার খেয়ে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। কোথা দিয়ে যে আড়াইদিন কেটে যায় টেরই পাই না।

যখন একান্তে বসে ভাবি আমার পুজোর কদিনের কর্মসূচির বিবর্তন, তখন খুব অবাক লাগে। যে আমি পুজোর কটা দিনকে বিশ্রামের দিন ভাবতাম, সেই আমি এখন আড়াইদিন কত ব্যস্ত। যে আমি দূরে বসে পুজো দেখতাম, সেই আমি আজ মূল পুজোর সাথে কতটা যুক্ত! এই আমিই কি সেই আমি?

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 12 20/09/19 9:59 AM

দেবব্রত বিশ্বাস -- কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

সম্বুদ্ধ নারায়ণ দাশগুপ্ত

সালটা ১৯৭১-৭২ হবে। দেবব্রত বিশ্বাসের ত্রিকোণ পার্কের বাসভবনের পিছনদিকের একটা ছোট পোড়ো মাঠে দাঁড়িয়ে এক উদাত্ত, ঐশ্বরিক কন্ঠস্বর-নিঃসৃত সঙ্গীতরস বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পান করে চলেছে এক কিশোর। ছেলেটি এসেছে ভোরবেলা তার অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীতে। মাস্টারমশাইয়ের সেই সময়কার একতলা বাড়ীটি এবং দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়ীর মাঝখানে একটা অপরিষ্কার মাঠ ও একটি ছাইগাদা। ছাইগাদার উপরে দাঁড়াতে পারলে, পাচিলের উপর দিয়ে একটি অর্ধেক পর্দা লাগানো, খড়খড়ি দেওয়া জানালা দেখা যায় -- যেটা দিয়ে ওই অপার্থিব কন্ঠস্বর ভেসে আসে। কিশোরটি রোজ গান শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আর মাষ্টারমশাই তাকে পাকড়াও করে অঙ্ক কষতে নিয়ে যান। একদিন মাষ্টারমশাই বললেন, "আরে, তুমি যে রোজ মাঠে দাঁড়িয়ে গান শোনো, কার গান শোনো জানো? উনি তো দেবব্রত বিশ্বাস!"

দেবব্রত বিশ্বাস! বহু পূজিত, বহু চর্চিত এই নামটি। নামান্তরে, জর্জ বিশ্বাস। এ নামটি তো তার বহু পরিচিত! বাড়ীতে ব্রাহ্ম পরিমন্ডল, সঙ্গীতের বাতাবরণ -- সুগায়ক বাবা, কাকার মুখে এ নাম তো বহুবার শুনেছে। ইনিই সেই দেবব্রত বিশ্বাস!

একদিন বিধানদা, মানে মাষ্টারমশাই আমাকে (হ্যাঁ, আমিই সেই কিশোর) দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে নিয়ে গেলেন। মাঠে দাঁড়িয়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো গান শোনার কাহিনী সম্ভবত ওনার মনে দাগ কেটেছিল, আর সেদিন থেকে ওনার বাড়ীতে যাতায়াত আমার একটা নিয়মিত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেলো। এরকম একটি কম-বয়সী শ্রোতা এবং ওনার গুণমুগ্ধ ভক্ত পেয়ে, উনিও ওনার অপরিসীম স্নেহ আমার উপর উজাড় করে দিয়েছিলেন।

আমি যে সময় ওনার কাছে যেতাম, সেটা ওনার রেওয়াজের সময়। উনি আমাকে সামনে বসিয়েই গান করতেন এবং আমি বুঝতে পারতাম, যে গাইতে গাইতে উনি আমার প্রতিক্রিয়া মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন।

আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে প্রেক্ষাগৃহে গান পরিবেশনের সময় উনি হলের সব কটি আলো জ্বেলে দিতে বলতেন কেন? এর উত্তরে তিনি যা বললেন তার অর্থ এইরকম -- দর্শকদের মুখ দেখতে না পেলে, গান করব কেমন করে? আমি যখন গান গাই, আমি মনে করি আমি ক্রিকেট খেলছি। আমি বোলার -- আমি বিভিন্ন রকম বল করতে থাকি -- কখন স্পিন, কখন ফাস্ট বোলিং, কখনো কখনো বডি লাইন বোলিংও করে থাকি। আমার লক্ষ্য হল ওই wicket, যেটা শ্রোতার emotion এবং intellect।

ফিরে আসি জর্জদার সান্নিধ্য প্রসঙ্গে। রোজকার রেওয়াজের ফাঁকে ফাঁকেই ওনার নিজস্ব নানা কর্মসূচী চলতে থাকত। নিজের রান্না উনি নিজেই করতেন। ওনার যে কাজের লোকটি (নাম সম্ভবত শ্রীকান্ত), সেই তরকারি, মশলাপাতি পরিপাটি করে, একটি জনতা স্টোভ জ্বেলে সামনে গুছিয়ে দিয়ে যেত। তাঁর সেই ছোট ঘরটিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করার ফাঁকে ফাঁকে জর্জদা তাঁর রান্নাও করে চলেছেন -- এ অপূর্ব দৃশ্য। বলে বোঝানো কঠিন।

ওনার তরফ থেকে আমায় উপহার - নিজের সই করা একটি ছবি

রান্নার পদের মধ্যে, অবশ্যই যেটি থাকত তা হল মাছ। মাঝে মাঝেই দরাজ গলায় হাঁক পাড়তেন, "শ্রীকান্ত, সম্বুদ্ধবাবুর জন্য একটা প্লেট লইয়া আয়"। আমি বুঝতাম, আমার জন্য উনি বিশেষ কিছু তৈরী করেছেন। এইভাবেই একদিন খাওয়ালেন কই মাছ ভাজা। অতিথিকে স্বহস্তে কই

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 13 20/09/19 9:59 AM

মাছ ভেজে খাওয়ানো -- এই অভিনব আপ্যায়ন বোধহয় একমাত্র দেবব্রত বিশ্বাসের পক্ষেই সম্ভব। এইরকম বিভিন্ন অমৃত যোগের সাথে সাথেই চলতো তাঁর অনাবিল উদার কণ্ঠের গান।

১৯৭৪-এ স্কুলের অন্তিম পরীক্ষা, সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করার পর, আমার বাবা আমাকে একটি Panasonic এর ক্যাসেট রেকর্ডার উপহার দেন। আমি মহা খুশি। ব্রাহ্মপরিবারে, সঙ্গীতানুষ্ঠান তো লেগেই রয়েছে। আমি পরম উৎসাহে রেকর্ডিং করতে লেগে পড়লাম। কিন্তু জর্জ বিশ্বাসের কণ্ঠের সঙ্গীত রেকর্ড করতে গেলে উনি বললেন, "রেকর্ড কইরা কি হইবো? তুমি এইখানে বইস্যা গান শোনো। রেকর্ড ফেকর্ড ক'রতে হইবো না"। তখনকার মতো নিরত হলেও, আমার একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল। জর্জদা বিভিন্ন ভাষায় "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু" গানটি আমায় শুনিয়েছিলেন। কখনও রাশিয়ান, কখনও জার্মান, কখনও ফ্রেঞ্চ, কখনও চাইনিজ ভাষাতে বহুবার ওনার কণ্ঠে আমি গানটি শুনেছিলাম। আমি ওনাকে অনুরোধ করলাম যে উনি যদি গানটির প্রথম লাইনটি বিভিন্ন ভাষায় রেকর্ড করে দেন। উনি আমার হাতের রেকর্ড প্লেয়ারটি নেড়েচেড়ে বেশ ভালো করে দেখে, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে পরপর তিনটি গান রেকর্ড করে দিলেন --"তোমার সুরের ধারা", "তুমি যে সুরের আগুন" আর "আমি হেথায় থাকি শুধু"। রেকর্ডিংটি ওনাকে শোনানো হলে উনি খুব খুশি হলেন। বললেন, "এই টেপ রেকর্ডারটি খুব ভালো রেকর্ড করে। তুমি কোথায় পাইলা?" আমার বাবার কথা শুনে উনি এরকম একটি যন্ত্র কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিলো জর্জদাকে ওটা উপহার স্বরূপ দেবার, কিন্তু জর্জদা কিছুতেই রাজি হলেন না -- দাম দিয়েই ছাড়লেন। পরবর্তীকালে উনি যত গান টেপ করেছেন, তা সমস্তই ওই রেকর্ডারে করা -- যে গানগুলি এখনও মাঝে-মধ্যে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ওনার নিজের হাতে রেকর্ড করা বহু গানের ক্যাসেট, ওনার খাটের তলায় দুটো কালো attaché case এ রাখা থাকত।

১৯৭৮-এ বাবার মৃত্যুর পর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের পড়ার চাপে, জর্জদার কাছে যাওয়াটা আমার খুবই অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে একদিন গিয়ে দেখি ওনার শরীর খুব অসুস্থ -- হাপানীর টানটা বেশ বেশি। সেই প্রথম ওনার শ্মশ্রুগুম্ফ-মণ্ডিত চেহারা দেখলাম। কথার ফাঁকে উনি জানালেন যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওনাকে সম্বর্ধনা দেবার পরিকল্পনা করছেন। তবে ওনার শরীরের যা অবস্থা, তাতে যেতে পারবেন কিনা ঠিক নেই। অনেষ্ঠানের কথা শুনে আমি তো যারপরনাই আনন্দিত। উনি জানালেন যে বাণী ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে টিকিট পাওয়া যাবে। কলেজের সহপাঠী বন্ধু, অমিতাভ দত্তকে নিয়ে আমি পরের দিন সকালেই বাণী ঠাকুরের কাছে চলে গেলাম। উনি জানালেন যে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু টিকিট এখনও ওনার কাছে আসে নি। পরপর বেশ কিছুদিন আমরা বাণী ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু টিকিট আর পাই না। অনুষ্ঠানের দু-একদিন আগে আমরা ঠিকই করে ফেললাম যে টিকিট না নিয়ে আমরা বাণী ঠাকুরের বাড়ী থেকে বেরোবো না।

সেদিনও বসে থাকতে থাকতে কলিং বেলের আওয়াজ। কাজের লোকটি দরজা খুলে দিতে প্রবেশ করলেন দীর্ঘদেহী ধুতি-শার্ট পরিহিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমাদের এক নজর দেখে ভেতরে চলে গেলেন। আমরাও ঠায় বসে আছি। কিছুক্ষণ বাদে হেমন্তবাবু বেড়িয়ে এলেন। আমাদের বসে থাকতে দেখে, বোধহয় করুণাপরবশ হয়েই নেপথ্যের উদ্দেশে বললেন, "বাণী এ দুটি ছেলে কি জন্য যেন বসে আছে"। আর যায় কোথায়! বাণী ঠাকুর সশব্দে ফেটে পড়লেন, "আর বলবেন না! রোজ এসে বসে থাকে! ওদের নাকি জর্জদা পাঠিয়েছেন আমার কাছে, টিকিটের জন্য। আমি কোথা থেকে টিকিট পাবো বলুন তো?" মৃদুস্বরে উত্তর এলো, "বাড়ীতে এসে চাইছে যখন, দিয়েই দাও না"।

যেন ভোজবাজির মতো কাজ হল। এতোদিনের অধরা টিকিট, গোছা ধরে আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে, বাণী ঠাকুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "নিন! যেকটা লাগবে নিন!" আমাদের আর পায় কে! বেছে বেছে ব্যালকনির প্রথম দুই সারির সব কটি টিকিট নিয়ে, মূল্য চুকিয়ে দিয়ে, বিজয় গর্বে বাড়ী ফিরলাম। বলাই বাহুল্য, সেই ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এবং সেখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার কাছে এক অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

জর্জ বিশ্বাস খামখেয়ালী মানুষ, জর্জ বিশ্বাস অত্যন্ত রাগী লোক -- ত্রিকোণ পার্কের অনেক প্রতিবেশীর মুখেই এই কথাগুলি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক অখ্যাতনামা কিশোরের প্রতি যে অপরিসীম স্নেহ এই বিরাট মানুষটি উজাড় করে দিয়েছিলেন -- তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের সাথে তাঁর হৃদয়ের সেই অকৃত্রিম মাধুর্যও আজকের এই প্রৌঢ়ের সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে রয়েছে।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 14 20/09/19 9:59 AM

Painting by **Sanjukta Dey**

Painting by **Srijan Bag**

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 15 20/09/19 9:59 AM

Wish I could rewind back in time

Shopan Dasgupta

I am certain we all have heard and read the famous phrase “old is gold”. This adage will remain in time immemorial as it is true that “old items” fetch a lot more than they are worth when either auctioned or sold.

If that is true on the one hand, then the other side is also true – we are constantly looking for the ‘new’. The new style, new technology, new ideas, new finds, new generation. A classic example would be the new generation phones… mobile phones. It is a craze with everyone.. not just the new generation but also the older generation. We go to great lengths to secure the latest when it comes to technology. Parents are always found chasing the moving goalpost in order to fulfil their children’s wishes and demands these days in terms of keeping them technologically abreast with the times.

It is always true – what you did not see, what you did not have, what you did not touch is something you will never miss. So what does that exactly mean. For the millennials who haven’t seen stuff that belonged to the olden era, they will not be reminiscing the past. They have their eyes well into the future.

These are a few of my ‘favourite things’… the famous lines from the superhit musical movie “Sound of Music”. I am sure many would never have heard of an ICMIC cooker. When I was a child, in one corner of my house, there was this brass and metal cylindrical object that was simply kept as a showpiece. It never really grabbed by inquisitive attention to ask nor inspect what it exactly was. When I was in my 7th standard my parents and a few family friends decided to spend a day out having a typical what was termed in those days as “PICNIC”.

This cylindrical object was on that day loaded at the back of one of the cars and it accompanied us to the spot where we all were going. Once there and when the object was dismantled it became evident to me that it was in modern terms – ‘a slow cooker on coal’ and worked on the principle of ‘water and steam’. There was another cylindrical four-layered sort of tiffin box in which you could put all the raw material and you could do slow cooking of meat, rice pulses and veggies. The ICMIC cooker - one wouldn’t cross paths with this object in today’s times. They are very rare to find, the old ones made of brass, metal and steel. History would suggest, it was used more by the Army and Infantry for their cooking when deployed.

Vintage Record Turntable – briefcase type. It was portable. It was a record turntable with three speeds – 33/ 1/3, 45, 78 rpm records could play on this set. I grew up with this record

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 16 20/09/19 9:59 AM

player in our house. My father would always play classical Bengali songs – Robindro Shongeet, Bade Ghulam Ali Khan's thumri, Bismillah Khan's shehnai or Pandit Ravi Shankar's sitar vadan. Actually, three records that were very popular in our house were – Shyama, Chitrangada and Debabrata Biswas- Tagore Songs.

My father had a huge collection of records, totalling almost 75 in number. He would also listen to 'Linguaphone' records, learning various foreign languages. As I grew up I was very fascinated to see how this instrument or electrical player actually worked. I would sit very close to it and watch the records spinning around and the stylus with it pin at one end doing all the magic in terms of creating the sound. Vinyl and turntables seem to have made a comeback these days, but it is hard to find the turntables of the 1970's in today's times.

There was this huge looking wooden chair, which had the ability to keep rocking once set in motion. When one sat on it, you tended to more or less, feel as though you are sinking to the bottom. It had two huge armrests, and it had legs that were skewed, the reason why it was referred to as 'Granny Rocking chair'. It was a chair that my father would have sat and read James Hadley Chase, PG Woodhouse or listened to music or sports on the radio. The chair was made of good quality wood, and it was very heavy as well. It had a cushioned backrest, and the seat too was cushioned with very decorative embroidery.

The beds, these majestic wooden Queen sized beds, carved out of good quality vintage teak wood, would adorn many houses in Kolkata especially. The legs of the beds would be curved and designed. They would have four wooden poles, which were as strong as pillars to hand the mosquito net. This was another piece of the same jigsaw that took my fascination. We, as children, would use the underneath of this bed for a good hiding place when we played hide and seek. The legs were tall and the ground clearance was really good. The bed, which we had, actually also had a storage place near the head-board. Many of these beds, if maintained properly, can last for nearly half a century to a century. It felt royal to sleep in one of these magnificent pieces of furniture. As they grew older, they would make a creaking sound every time one got onto it. One rarely gets to see such beds in modern times.

Another object that I grew up with and always took my fascination – the Vintage Olivetti Lettera 30 typewriters. It was made in the 1960's. I actually used to play with the keys of the typewriter when I was a kid. I would love to keep punching the keys until the platen would nearly reach the end when a bell would ring reminder the author to set in motion the next line or para. The bell was my fascination, being a kid. Eventually, I learnt to type when I was in my early teens. My father wrote many manuscripts for his books on this very typewriter. He wrote many of his lecture pieces and speeches on the same. He compiled about sixty 'Papers' in his field of work on the same.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 17 20/09/19 9:59 AM

Bush Radio... I am sure many of us have grown up with some form of radio in our houses. We had this huge wooden box, out of which came different sounds. As I grew up I realized that it was called a Radio. We had the typical 3 band Bush manufactured VHF 62 radio whether we were listening to Vivid Bharati, Akashwani or ABC or BBC. So many interesting Cricket test matches my dad and I would listen to on this very radio and still be thrilled as though we were on the actual venue. In fact, I still remember we would listen to the commentary from Wimbledon as well. Listening to live Tennis was great fun.

Written in Ink... This is something of the past The Ink Pen – something that we don't see nowadays any longer. Hero Pens and Chelpark Ink... synonymous with each other. It was a kind of luxury to own a branded ink pen in those days. Usually, my parents would end up buying some local brands, that made reasonably good ink pens. The ink bottles came in red and blue. Many of our teachers in those days would mark our exams with red ink. We would carry three pens at-least during our exams in our Camlin compass box. Other famous brands of Ink Pens or fountain pens as they would be referred to were Pilot, Sheaffers and Parkers off course. It was considered 'royal circles' if one owned a Parker Pen.

Reel to reel tape-recorder... We had this huge tape recorder which looked like some modern-day gadget of its times. It was the Ferrograph Logic 7 which was made in Britain. My parents had reel tapes on which there were songs, dramas, plays, as well as personal voice recordings which were great to listen too. My father, in due course, also bought a Phillips Reel tape recorder and it was like an upgrade from the previous one. The quality of sound emitted was fantastic for its times. Many times when there used to be a family get together at our place, we would record people either singing songs or reciting verse or poetry and it was indeed a very thrilling experience to playback what was recorded and the big tapes would move forward and backwards depending on the buttons being pressed.

The next item, I am sure was present in many households and for that, it was an important item that showed the time as well as chimed when set with an alarm. I am referring to Vintage folding case Alarm clock. These clocks were so useful in those days that you could actually carry them around the house, as well as you could use them in your travels. We had two of them and both were 'gold-coloured frame'. They could be easily folded back into their shell-like box, which had a leather casing. One had to wind the clocks to keep them working. At night I used to be amazed at being able to read the time, despite the darkness because the digits worked on the principle of radium.

Now, this was something of a workhorse. It was one of the finest engineering feats of its time. It was sturdy, strong and actually it had sufficient seating space to take a family of four. It came in some bright colours and shaded off blue, yellow, coral green and white. Any idea what I am talking about? Many would have guessed already, but for those who were not around those times would find it hard. I am talking about the legacy scooter – the Lambretta. In fact, the reality was this is one scooter that had a market for nearly 50 years. The closest

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 18 20/09/19 9:59 AM

rival would be Vijay Scooters that were manufactured in India. I miss those days of sitting on the back seat of a Lambretta and being dropped off to the bus stop for school and the same routine on return from school.

When in the school holidays we would travel as a family, my mother, father and myself, I would see my mother pack this huge canvass thing, into which she would put all bed, bath, linen and beyond items. The object I refer too was made of canvas, thick and good quality canvas with two big wrap-around belts. If it is spread open, actually two adults had sufficient space to sleep on them. My parents always referred to it as – the Holdall. I, initially in my naivety, thought that it was the word in Bengali. But not to be, it is referred to as Holdall in English. The most common group of travellers who still carry Holdalls with them in India are the army personnel.

The other object with which I fell in love and I thought we as a family were a bit ahead of its times, was the fact that we had a 'Sony Trinitron' colour TV in the 1980's in our house, thanks to my aunt and her family who were settled abroad for many many years. The television set was a crowd puller. Friends and family and would love spending time at our place depending on whether there was good movie or any sporting event such as Wimbledon, or Football World Cup or for that matter any tour of Indian cricket Test matches that were live telecast. India at that time primarily had only one channel and that was Doordarshan. We had to play around with the internal antenna on the TV set in order to receive the best transmission. I fondly remember watching many a great tennis tussle between John McEnroe and Bjorn Borg or Jimmy Corners. On the ladies front, it was between Chris Evert Lloyd and Martina Navratilova. Remember also many a great innings from Sunil Manohar Gavaskar as well as Clive Lloyd.. the list can be endless.

Honestly, if I am to rewind back in time, almost everything of that era was 'gold' for me. Right from bonded lead pencil 'Natraj' to the 'Camlin' pencil box or geometry case, to the very common and famous Prestige Pressure Cooker or Postman cooking oil Tin container or to the Pentax K1000 SLR camera or Indian Railways with it Steam Engines and wooden coaches, or the roads with two famous car brands the Fiat and Ambassador and sideways tilting double-decker buses or the public transport buses with Daimler Benz engines or the two coach Trams on the streets or even the Avro Aircraft or the Maharaja Insignia on the old generation aircraft fleet of Air India. I am certain this adage is applicable for all respective generations.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 19 20/09/19 9:59 AM

Most people love to reminisce about the past. The list of objects and things and items that fascinated me then still fascinates me now. The only sad truth of present times is 'present times' and by that, I mean many of the items or objects are now 'obsolete'...only distant memories of their existence can be found. Many of them are 'antiques'.

If I carry on writing... this article will ever end. Hence whenever I am in a quiet reflective moment, I do take time and think about those good old golden days... I am instantly drawn to the famous song from the great musical movie 'The Sound of Music'... these are a few of my favourite things... by the way, I am certain many of us will remember – "Illish maach" was only Rs. 17/- a kilo and Rui maach was only Rs.11/- a kilo - again... back in time.

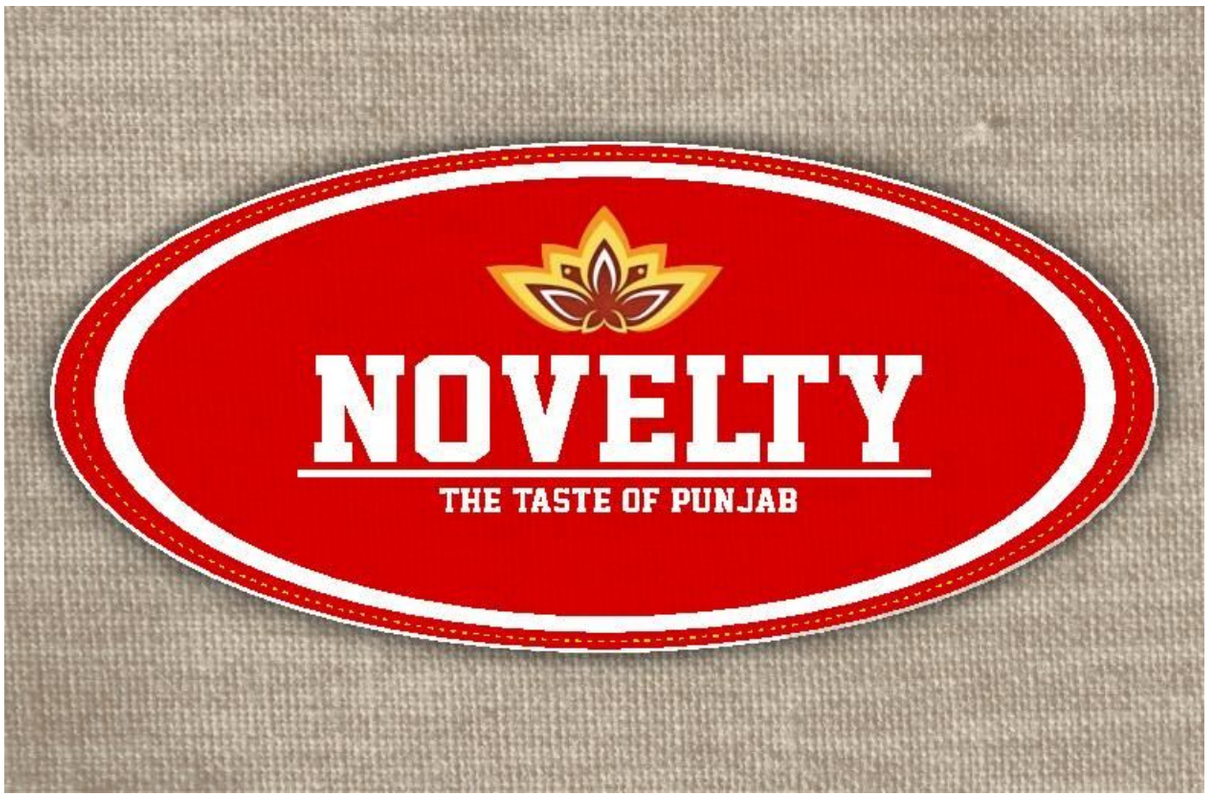

Sweets & Restaurant
10J/2 Bishop Browne Place,
Flat bush, Auckland
Ph: 09273911
Web: www.noveltysweets.co.nz

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 20 20/09/19 9:59 AM

শৈশবের স্মৃতি

পবিত্র রায়

(এক)

আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের দিনগুলিতে অল্প সময়ের জন্য আমরা অবিভক্ত বিহারের রাজধানী পাটনায় ছিলাম। আমার বাবা তাঁর অফিসিয়াল ট্রান্সফারের মধ্যে ছিলেন। রাজধানী পাটনায় বর্ষা তখন শীর্ষে ছিল। বাবা চেয়েছিলেন আমরা তাঁর যৌথ পরিবারের সাথে দুর্গাপুজো পর্যন্ত সময় কাটাব। আমাদের জন্য, ছুটির এই এক্সটেনশনটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ এবং অপ্রত্যাশিত ছিল। আমাদের বর্ধিত আত্মীয়দের সাথে আমাদের সময় কাটানোর কথা ছিল। সে বছর ভারী বৃষ্টি হয়েছিল এবং গঙ্গা শীঘ্রই বিপদসীমার অনেক উপরে চলে গেছে। আমার এক প্রবীণ জেঠু আমাদের সতর্ক করেছিলেন যে আমাদের অবশ্যই বাইরে না থাকতে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে শহরটি বন্যার দিকে যাচ্ছে।

আমার বাবা এসে বললেন পবিত্র গঙ্গা ইতিমধ্যে গান্ধী মৈদানকে একটি বড় হ্রদ করে তুলেছে। এবং পবিত্র গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি এক মুঠো জল নিয়ে তাঁর মাথায় ছিটান।ভাগ্যক্রমে চালক দেখলেন গঙ্গার উত্থান বিপজ্জনক, তাই তিনি দ্রুত তাকে বাসায় ফিরিয়ে আনলেন। এটি চারতলা বিল্ডিং ছিল।
আমরা বাবাকে সংবেদনশীলভাবে বন্যার অঞ্চল দেখার জন্য আমাদেরও গঙ্গার কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করি। তাই তিনি আমাদের সকলকে কলেজ অঞ্চলে নিয়ে গেলেন। প্রথমবারের জন্য সেদিন, আমরা বিপর্যয়কর ধ্বংসাত্মক বন্যাকে বুঝতে পারলাম। বাঁশ দিয়ে তৈরি বাড়ির ছাদে অনেক পরিবার বয়ে যাচ্ছিল। তাদের মহিষ, গরু এবং হাতি সহ সমস্ত গবাদি পশু দেখা গেল। আমরা দেখেছি দুই প্রকারের মানুষ। যারা সাঁতার জানতেন এবং এমন কিছু অসহায় গোছাটিকে তাড়া করে তীরে নিয়ে আসেন। কিছু অসামাজিক উপাদান ছিল যারা গিয়ে এই বন্যা থেকে তাদের উদ্ধার, চুরি হওয়া গবাদি পশুগুলিকে উপকূলে নিয়ে এসেছিল।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 21 20/09/19 9:59 AM

আমরা দিনরাত হেলিকপ্টারগুলির নজরদারিতে ছিলাম। আমরা দেখেছি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কম উচ্চতায় উড়ন্ত হেলিকপ্টারগুলি থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামাচ্ছে। দিনের বেলা আমরা ছাদে গিয়ে প্রচুর শব্দ করতাম এবং এই প্রত্যাশার সাথে পতাকাটি উড়াতাম যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য বোঝাই করা ব্যাগগুলির মধ্যে একটি ফেলে দিতে পারে। যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

আমাদের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ বন্যার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত খবরের সাথে বাড়ির বন্দীদশায় কমবেশি ব্যয় হয়েছিল। তাই আমাদের করিডোর ক্রিকেট এবং ক্যারাম সহ ইনডোর গেমস খেলতে হবে। আমি এখন আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে ক্রিকেটের করিডোর মডেলটিতে আমাদের গ্রুপের বড় সম্ভাবনা ছিল এবং তারাও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারত।

তবে, ছুটির শেষ অভিজ্ঞতাটি আমাদের সবার জন্য বেদনাদায়ক ছিল। ঠিক যখন বিপর্যয় বন্যার কবলে পড়ে আমাদের সেজো জেঠু ঘোষণা করল যে আমাদের সকলকেই কলেরার ইঞ্জেকশন নিতে হবে। ফ্যামিলি ডাক্তার ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। পরের এক সপ্তাহে আমরা আধা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমাদের হাত মোবাইল রাখতে বিশেষ ব্যায়াম করতে হয়েছিল। সে বছর দুর্গাপুজো আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়নি। তবুও, আমাদের বাচ্চাদের গ্যাং ঘুড়ি বাঁধার জন্য বিশেষ স্ট্রিং আবিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল যা অকাল ক্লিপিং বা ভো-কাট্টা থেকে রোধ করা যায়।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 22 20/09/19 9:59 AM

(দুই)

ছোটবেলায় কিছুদিন বিহারের হাজিপুরে ছিলাম। এখানে হাজিপুর আম লিচুর জন্য প্রসিদ্ধ। আমার বাবা গঙ্গা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট-এ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে নিযুক্ত ছিলেন।

তখন অফিসারদের জন্য বিশাল বাড়ি, বাংলো দেওয়া হত এবং তার সাথে নানাবিধ সুবিধা থাকত। বাগানের মালি, দারোয়ান এরকম অনেকেই আমাদের দেখাশোনা করার জন্য নিয়োজিত ছিল। আমাদের কলোনির নাম গঙ্গা ব্রিজ কলোনি। বাচ্চাদের নিয়ম ছিল কলোনির মধ্যে খেলা করা। কলোনির বাইরে যাওয়ার মানা ছিল, কেবল স্কুল কিংবা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যাওয়া ছাড়া। বাবার দায়িত্ব ছিল কনস্ট্রাকশন স্টোর ডিপার্টমেন্ট দেখাশুনা করা। বাবার বদলীর চাকরী। দু বছরের বেশি কোথাও থাকার নিয়ম নেই। তবুও প্রত্যেক জায়গায় আমাদের অনেক বন্ধু পেয়ে যেতাম ।

এইতো সেদিন গরমকালে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করেছিলাম প্রতিদিন ভোর বেলায় কিছুক্ষণ ভ্রমণ করব| একদিন কোন বন্ধুর ভোরে উঠতে না পারায় আমার ভাই ও আমি হাঁটতে বেরোলাম হাঁটতে হাঁটতে কখন যে কলোনির বাইরে বেরিয়ে গেছি মনে নেই। কলোনির বাইরে বিশাল আমের বাগান। সেই বাগানের ইজারা দেওয়া থাকত তাই, যাওয়ার নিয়ম ছিল না ।

সেখানে আমরা দেখতে পেলাম হাতের নাগালেই পাকা আম। ব্যাস, আর পায় কে আমাদের! খুব ইচ্ছে হলো গাছ থেকে আম পাড়ার। গাছ থেকে আম পাড়ার এক আলাদা আনন্দ। যদিও মাকে বললেই মা যে প্রচুর আম আনিয়ে দেবেন জানতাম। যেমন ভাবা তেমন কাজ -- গুটি গুটি পায়ে আম গাছের কাছাকাছি যাচ্ছি যাতে কেউ দেখতে না পায়। যেই আমি হাত দিতে গেছি অমনি দূর হতে হই হই করে পাহারাদাররা ছুটে এল, যাদের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। আমরা ছুটতে লাগলাম এবং দৌড়াতে দৌড়াতে যখন কলোনির দ্বিতীয় দরজার কাছে এসে পৌঁছলাম, তখন ঝট করে কলোনিতে ঢুকে পড়লাম যাতে কেউ দেখতে না পায় আমাদেরকে। তবে যতই সাবধানতা নিয়ে থাকি না কেন ওই পাহারাদার আমাদের কলোনির দারোয়ানদের জানিয়ে দেয়।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 23 20/09/19 9:59 AM

আমাদের দস্যিপনার জন্য সকলের আমায় চিনতে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওরা কাদের কথা বলছে। তাই তারা এসে আমার মার কাছে নালিশ করল। আর যাব কই, মা জানতেন যে আমার ভাইকে আমি উস্কে থাকবো, এই রকম সাহসী কাজ করতে। তাই মা আমাকে শাসন করতে ছড়ি দিয়ে খুব মারলেন। এত মার খাওয়ার পরে মা কে অনুরোধ করলাম যাতে বাবাকে না জানানো হয়। মা কথা রেখেছিলেন। বরঞ্চ এর পর থেকে ঝুরি ঝুরি আম কিনে রাখতেন! এবং, খাটের তলায় রাখতেন পাকবার জন্য। তাই যখন ইচ্ছে হত, আম খেতে পারতাম ।

এখন শুধু নিউজিল্যান্ডে আমার ছেলে মেয়েদের আম খাওয়া দেখলে সেই আমার সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। সেই মজা আলাদা ছিল।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 24 20/09/19 9:59 AM

কলকাতা, অকল্যান্ড, এবং ইডেন!

শুভময় গাঙ্গুলী

মাঠে গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল কলকাতার ইডেন উদ্যানে - তা বছর পঁচিশ আগের কথা - তেন্ডুলকর তখন তরুণ তারকা, আজাহারউদ্দীন মধ্যগগনে, কপিল পড়ন্ত বেলার মায়াবী আলো। তারপর স্বদেশ-বিদেশ মিলিয়ে দীর্ঘদিন বাস করেছি এমন সব জায়গায় যেখানে মাঠে বসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেখার সুযোগ নেই। তাই বছরখানেক আগে যখন নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে বাসা বাঁধলাম, তখন ঠিক করলাম ভারত-নিউজিল্যান্ডের খেলা মাঠে বসে দেখার সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করতে হবে! যেমন কথা, তেমন কাজ - ক'দিন আগেই টিকিট কেটে ফেললাম সপরিবার খেলা দেখার, আটই ফেব্রুয়ারি দু-দুটো ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড বিশ-কুড়ি (টি-টোয়েন্টি) ম্যাচ - একটা মহিলাদের, একটা পুরুষদের। এত বছর পর মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেখতে যাচ্ছি - এই প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলা মাঠে বসে দেখার অভিজ্ঞতা হবে আমার - পরিবারের বাকি সদস্যদের জন্য এই প্রথম মাঠে বড় মাপের খেলা দেখতে যাওয়া - এ সবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। কিন্তু আরেকটা মজার ব্যাপার হল - সিকি শতাব্দী আগে যে মাঠে খেলা দেখেছি, সেই মাঠের নামের সঙ্গে এই মাঠের নামের মিল - "ইডেন গার্ডেন্স" আর অকল্যান্ডের "ইডেন পার্ক"! মিলটা কিন্তু নেহাত কাকতালীয় নয়।অকল্যান্ডের ইডেন পার্কের নামকরণ যার নামে করা হয়েছিল, সেই ভদ্রলোক এক-কালে কলকাতায় থাকতেন, এবং তাঁর পোশাকি নাম ছিল লর্ড অকল্যান্ড। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের নামের পেছনেও সেই ভদ্রলোকের, বা আরো ভালো করে বলতে গেলে তাঁর বোনেদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। হেঁয়ালি না করে খুলে বলি।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 25 20/09/19 9:59 AM

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ নতুন ব্রিটিশ উপনিবেশ নিউজিল্যান্ডের গভর্নর নিযুক্ত হন উইলিয়াম হবসন। এর আগে হবসন ছিলেন ব্রিটিশ নৌ সেনার অফিসার - সেই নৌ সেনায় দীর্ঘদিন "ফার্স্ট লর্ড অফ দ্য অ্যাডমিরাল্টি" (সাদা বাংলায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা) ছিলেন জনৈক লর্ড অকল্যান্ড, যিনি ছিলেন হবসনের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ। হবসন যখন উপনিবেশের প্রথম রাজধানী শহরের পত্তন করেন, নৌ সেনার সেই প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহরের নাম রাখেন অকল্যান্ড! মজার ব্যাপার হল - লর্ড অকল্যান্ড নিজে কোনোদিন দক্ষিণ গোলার্ধেই যাননি, এদিকে যখন তাঁর নামে শহরের পত্তন হচ্ছে, তিনি তখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল - কলকাতার বাসিন্দা! আরো শুনুন - এই লর্ড অকল্যান্ড (বা আর্ল অফ অকল্যান্ড) তো ভদ্রলোকের পোশাকি নাম - এনার পিতৃদত্ত নাম ছিল জর্জ ইডেন। এই অকল্যান্ড সাহেবের গভর্নর-জেনারেল হিসেবে কলকাতা নিবাসের সময়ে তাঁর দুই বোন এসে বেশ কিছুদিন কলকাতা শহরে ছিলেন। এই দুই ইডেন-ভগিনীর উদ্যোগে গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠে একটি মনোরম বাগান - "ইডেন গার্ডেন্স" - ভবিষ্যতে তারই একদিকে তৈরি হয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বলা বাহুল্য, অকল্যান্ড শহরের "ইডেন পার্ক" নামটাও সেই লর্ড অকল্যান্ড, বা জর্জ ইডেনকে স্মরণ করেই। কলকাতা-অকল্যান্ডের যোগ আরো আছে! দুটোই ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম রাজধানী। রাজধানী পরে স্থানান্তরিত হয়েছে - কলকাতা থেকে নতুন দিল্লি, আর অকল্যান্ড থেকে ওয়েলিংটন। কিন্তু আরেকটা যোগ আছে - এক মূর্তিমান যোগ বলা চলে।

সেই সময়ের কলকাতায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে শোভা পেত ব্রিটিশ রাজা উজিরদের স্ট্যাচু। তা লর্ড অকল্যান্ডের জীবনাবসানের কিছু বছর পর তাঁরও একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয় কলকাতার কোনো এক রাজপথের পাশে - ব্রোঞ্জের লর্ড অকল্যান্ড শতাধিক বছর দাঁড়িয়ে ছিল কলকাতায়। তার পর একসময় স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগ নেয় বিদেশী প্রভুদের এই প্রতিমাগুলোকে বিদায় করার! লর্ড অকল্যান্ডের সেই মূর্তিটা স্থানান্তরিত হয় নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে। পাঠক নিউজিল্যান্ড বেড়াতে এলে আজও দেখতে পাবেন অকল্যান্ড শহরের প্রাণকেন্দ্র কুইন স্ট্রীটের পাশে অ্যাওটিয়া স্কোয়ারের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জের সেই লর্ড অকল্যান্ড - তার পায়ের কাছের ফলক বলে দেবে সেই ইতিহাস - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে অকল্যান্ড শহরকে দেওয়া উপহার!

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 26 20/09/19 9:59 AM

Netaji Subhas Chandra Bose

Amit Sengupta

Why even more than 74 (from 18th August 1945) years after His disappearance, the people of India and the historians from all over the world, are so keen on finding out the truth about Netaji Subhas Chandra Bose? A part of the answer has to do with what Netaji did for us. Netaji was a great patriot and freedom fighter, who dedicated his entire life in the pursuit of India's independence from the yoke of British rule.

He was part of the mainstream movement, spearheaded by the Indian National Congress. In 1939, serious differences arose between him and the mainstream, most notably, Gandhiji. The major differences were in the modus operandi. It became so bad that Subhash Chandra Bose was side-lined and expelled from Congress.

Subhash Chandra Bose, as Congress President in 1939, had asked the Congress to serve the British a six-month ultimatum to leave India, during the 2nd World War. Subhash Chandra Bose saw it as an opportunity and asked Gandhiji and the Congress to put pressure on the British. Gandhiji was not in favour of such action because the British were involved in World War. Congress, under the leadership of Gandhiji, rather decided to support the British during the 2nd World War. Subhash Chandra vehemently opposed the decision of Congress to support the British during the 2nd World War. The struggle for freedom had been mellowed down. With the aim to initiate a mass movement, he called out to people for their whole-hearted participation. There was tremendous response to his call. He was then expelled from Congress. After expulsion from Congress, his popularity increased and he became a very popular leader and a symbol of Indian youth that were ready to face all kinds of troubles in their fight to free India from British rule.

Situation, in the year 1939, was very unfavourable for the British Empire. On

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 27 20/09/19 9:59 AM

one side, they (British Empire) were involved in World-War and on the other side Subhas Chandra's popularity and gaining the support of the masses, created real worry for them. Initially, they locked him up in jail but his health started deteriorating. He was subsequently placed under house arrest in his Calcutta house. At 1:30 am, on 16th January 1941, he escaped from his house and managed to reach Peshawar. From there, with the help of supporters of Aga Khan, he reached Afghanistan. He named himself Ziauddin, as a Pashtun Insurance Agent. From Afghanistan, he travelled to Moscow on an Italian passport. From Moscow, he reached Rome, and from there, he reached Germany. Most probably this is the **Greatest Escape Story in Political History.**

In Germany, he sought to raise an army of Indian soldiers from prisoners of war, captured by Germany, forming the Free India Legion and the Azad Hind Radio. From the very start of the war, the Japanese intelligence services noted, from speaking to captured Indian soldiers, that Subhash Chandra was held in extremely high regard as a nationalist and was considered by Indian soldiers to be the right person to lead a rebel Army.

1943, the Japanese invited Subhash Chandra to lead the Indian nationalist movement in East Asia. He accepted and left Germany in February 1943. After a three-month journey by submarine, he reached Tokyo. From Tokyo, he arrived in Singapore in July 1943, where he made a number of radio broadcasts to Indians in Southeast Asia exhorting them to join in the fight for India's independence.

The **Indian National Army** (INA) /Azad Hind Fauj was an armed force formed by the Great Revolutionary Ras Behary Bose and Mohan Singh in 1942 in South East Asia by Indian Prisoners of War of the British-Indian Army captured by Japan in Malaysia and Singapore. The aim of INA was to secure Indian independence from British rule. This INA collapsed and was disbanded in December 1942, due to differences between the INA leadership and the Japanese military over its role in Japan's war in Asia. On 4th July 1943, Subhash Chandra assumed the leadership of Indian Independence Movement and the leadership of INA was handed over to him (Netaji) by Ras Behary Bose and proceeded to lead a trained Army of about 40,000 troops in Japanese-occupied Southeast Asia. From that day, he was named as Netaji by INA soldiers. Netaji Subhash Chandra Bose's INA was all prepared to take on the British Army.

(In the meantime, the Quit India Movement was launched by Gandhiji in 1942. This was originally proposed and suggested by Subhash Chandra in 1939 when he was the President of Congress. The Quit India movement, led by Gandhiji, faded within a few months).

INA was declared to be the army of Netaji's "Arzi Hukumat-E-Azad Hind" (the Provisional Government of Free India). Under Netaji's leadership, INA drew from the Indian expatriate population in Malaysia and Burma. Netaji's appeal to the Indian patriots (ex-prisoners and thousands of civilian volunteers), saying, "Give me blood, I will give you freedom" (Tum Mujhe Khoon Do, Mai Tumhe Azadi Dunga) had the greatest impact and influence on them. INA fought along with the Japanese Army against the British forces in Burma, Imphal and at Kohima.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 28 20/09/19 9:59 AM

On 21st October 1943, Netaji proclaimed the establishment of a Provisional Independent Indian Government and his Azad Hind Fauj alongside Japanese troops advanced to Rangoon and then reached Kohima and Imphal on 18th March 1944. In that battle, the mixed Indian and Japanese forces were defeated and forced to retreat. INA succeeded in maintaining its identity, based in Burma and Indochina as a Liberation Army. Azad Hind Fauj lost its battle, but it won the war against the British imperialists.

The INA had left deep impressions on many of the existing British-Indian soldiers, many of whom had been recruited during the war. Their encounters with members of the INA and the secret circulation of past INA propaganda had a lasting impression on the British-Indian soldiers. In fact, one British officer observed: "In the eleven months which had ... elapsed since the first contacts of the Indian Army, Navy and Air Force with the mass of the INA in Rangoon, there had been widespread fraternization. Its result was political consciousness which the Indian Servicemen had never before possessed." This new consciousness led them to react more sharply, not only to the existing grievances in the Service but to the pressing political issues of the post-war years.

Coupled with the glorification of the INA by various political parties, the morale of the members of the British-Indian troops began to decline and signs of rebellion began to emerge. During the first INA trial, in 1945 and 1946, the image of the British armed force in India was completely shattered. Royal Indian Air Forces went on a strike to protest against the trials and in February 1946, the Royal Indian Navy also joined the mutiny with some areas where the Royal Indian Navy was stationed, experiencing bursts of violence. It was evident by the middle of 1946 that the Indian Armed Forces became INA sympathizers. The British administration was able to gather some important lessons from the revolt of the British-Indian Army and Navy. It was then that the British realized that they have to relinquish India and they decided to leave.

It was Netaji and INA's impact that forced the British to quit India in 1947.

In an interview to the BBC in February 1955, Dr Bhimrao Ramji Ambedkar elucidated the reason why the British left India in 1947. He (Dr Ambedkar) said, **"Bose, Not Gandhi, Ended British Rule in India."** He also said that "Gandhi contributed to the freedom struggle, but to say that his **Quit India Movement led to the freedom, would be an overstatement".**

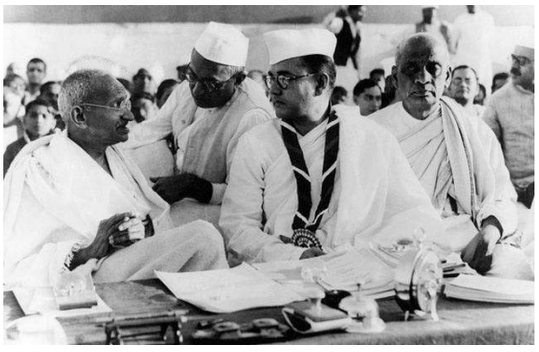

Dr Ambedkar further said, "Two things led the British to free India. The British were ruling with the strong belief that they had total control over the loyalty of soldiers. Whatever happened in the country or whatever politicians did were not areas of concern for them. But when they found out that Indian soldiers had formed a party and were planning to blow them away, the British hopes were squashed.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 29 20/09/19 9:59 AM

There was a considerable amount of faith in the INA. The British were now scared of a rebellion as the army was now looking up to Bose. Netaji had done enough damage and the British were certain of leaving India. The only question was 'When?' **The man who had paved the way for a British exit was nowhere to be seen. We owe it to Bose, the man who made a greater impact than Gandhi".**

On 12 February 1946, commander-in-chief of the Indian Army, Sir Claude Auchinleck, was asked to explain to his top military commanders through a "Strictly Personal and Secret" letter the reasons the military had to let the INA "war criminals" and "traitors" go off the hook. He wrote, "Having considered all the evidence and appreciated to the best of my ability the general trend of Indian public opinion, and of the feeling in the Indian Army, I have no doubt at all that to have confirmed the sentence of imprisonment solely on the charge of "waging war against the king" would have had disastrous results, in that it would have probably precipitated a violent outbreak throughout the country, and have created active and widespread disaffection in the Army, especially amongst the Indian officers and the more highly educated rank and file."

Clement Richard Attlee (who served as Prime Minister of the United Kingdom from 1945 to1951), agreed that **Netaji Subhas Chandra Bose** was the toughest Challenge the British Empire faced. When Richard Attlee came to India after 1947 as a state guest, he was asked by the Governor of Bengal that "since Gandhi's Quit India Movement had tapered off quite some time ago (1942) and in 1947 no such new compelling situation had arisen that would necessitate a hasty British departure, why did they have to leave"?

In his reply, Attlee cited several reasons, the main among them being the erosion of loyalty to the British Crown among the Indian Army and Navy personnel as a result of the military activities of Netaji Subhas Chandra Bose.

He was also asked what was the extent of Gandhiji's influence upon the British decision to quit India. Hearing this question, Attlee's lips became twisted in a sarcastic smile as he slowly chewed out the word, 'm-i-n-i-m-a-l'.

Netaji's contribution was not acknowledged for political reasons. **It was Netaji's impact that forced the British to quit India in 1947** and transfer the power (in real sense which is not freedom) to Congress and Muslim League by dividing India into two parts (India and Pakistan) on the basis of religion, which I consider as **the worst historical and political blunder in 20th century**. The man (Netaji), who had paved the way for a British exit, was not present in 1947. If Netaji was present during that period, then it would not have been possible for the British to divide India (in their term) on the basis of religion. Then it would have been undivided India and we would have got (real) Independence (Freedom) in our term.

JAI HIND

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 30 20/09/19 9:59 AM

রবিচিন্তা - বিনম্র একটি নিবন্ধ প্রয়াস এক সকালে কিছুক্ষণ

উজ্জ্বল ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের এক চিরন্তন সত্য। এক অনিবার্য এবং অমোঘ উপস্থিতি। তাঁর মতন বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি আসেননি। তাঁর জীবনবোধ-জীবনদর্শন আমাদের মতন বাঙালীদের গণ্ডীর ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে বিশ্ব চরাচরের আঙিনায় নতুন আলো, নতুন দিগন্তের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে।

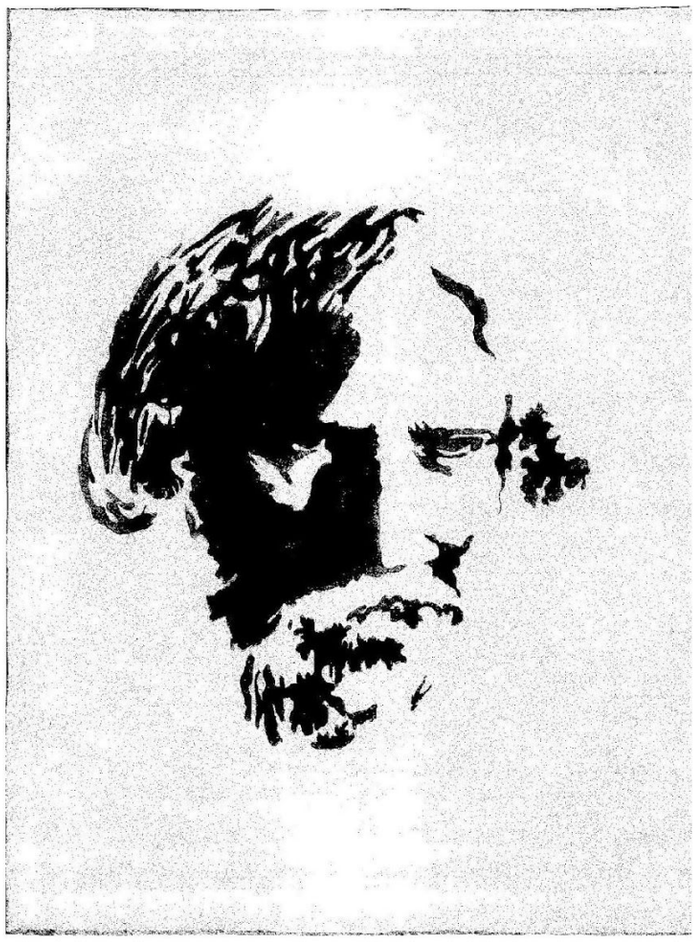

Linoleum Print by **Shanta Basu**

দীর্ঘ ৮০ বছরের জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার অসংখ্য মনিমুক্ত হীরে জহরৎ আমাদের জন্য অকৃপণ চিত্তে দান করে গেছেন। ২৫০০-এর অধিক গান, ১০০০-এরও বেশি কবিতা, প্রায় ২৪টি ছোট-বড় নাটক, ৮টি উপন্যাস, অসংখ্য ছোটগল্প, বহু বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিষয়ের উপর অতি উৎকৃষ্ট ও মনোগ্রাহী প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলকে যতটা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁর মতন আর কেউই তা পারেননি। এমনই অমোঘ তাঁর সৃষ্টি যে তাঁর বন্দনা করতে গেলে অনিবার্য ভাবে তাঁরই গানের শরণাপন্ন হতে হয়। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করার মতন এ এক অতি নিশ্চিত উপাচার। অবাধ বিস্ময়ে আমরা শুধুই চেয়ে দেখি - ভাবাবিষ্ট হয়ে শুধুই শুনে যাই তাঁর কবিতার নির্ঝর। তাঁর গানের স্বর্গীয় ভাবনায় ডুবে যাই, বিলীন হয়ে যাই তাঁর রচনার চিরকালীন আবেদনের কাছে।

উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিত্তবান এবং সাংস্কৃতিক ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের একজন পুরোধা। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠার পরিমণ্ডল ছিল বিনম্র এবং মার্জিত ধর্মীয় অনুশাসনে শৃঙ্খলিত, সাহিত্য রসে জারিত, চিত্রকলার বর্ণালীতে রঞ্জিত ও সঙ্গীতের সুর-লহরীতে সিঞ্চিত। বেদ-উপনিষদের পাঠ তাঁকে দিয়েছে পরবর্তী জীবনে পরমার্থ সন্ধানের প্রেরণা, সাহিত্য ও তার অনুধাবন তাঁকে দিয়েছে গভীর জীবনবোধ ও দার্শনিকের মনন। সর্বোপরি চিত্রকলা ও সঙ্গীত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে কল্পলোকের সন্ধানে।

পরম পুরুষের সন্ধান লক্ষ্যে তাঁর উন্মুখতা ও ব্যাকুলতা তাঁর বহু গানে গভীর ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

জীবনের এমন কোনো সময়, এমন কোনো মুহূর্ত, এমন কোনো সন্ধিক্ষণ নেই বোধহয়, যার প্রকাশ তাঁর রচনায় নেই। গভীর দুঃখ বা নিদারুণ কোনো মানসিক যন্ত্রণার সময় তাঁর গান আমাদের এক পরম আশ্রয়। তীব্র আনন্দ, পরম বিস্ময়, চঞ্চল প্রেম, নিমগ্ন পূজা - সবই যেন তিনি আমাদের জন্য তাঁর নানা রচনায় সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন। বস্তুত,

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 31 20/09/19 9:59 AM

মাঝে মাঝেই উপলব্ধি করি তিনিই যেন আমাদের পরম প্রভু, আমাদের পরমপ্রিয়। তাঁকে মন দিয়ে অনুধাবন করলেই আমরা যেন পরমলক্ষ্যে পৌঁছে যাই।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা মূলত প্রেম, প্রকৃতি, পূজা ও স্বদেশ বিষয়ক।

অথচ প্রেম-ভালোবাসার জাগতিক বোধ ছাড়িয়ে - সমর্পন ও নিবেদনের পর্যায়ে পৌঁছে গেলেই বোধহয় শ্রেষ্ঠ পূজার সমাপন হয় - এ চেতনা তিনিই আমাদের মধ্যে জাগরিত করেছেন। পরম সুন্দর, পরম প্রিয় সেই অভীষ্টজনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, আমাদের সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় অপেক্ষা করে কখন আনন্দময়ের আগমন ঘটবে, কখন সেই আমাদের পরম আকাঙ্খিত চিরসুন্দর আসবেন, তাঁর প্রেমময় মুখখানি দর্শন করে হবে সর্বদুঃখ, সর্ববিরহের অবসান - এ বোধ আমাদের রবীন্দ্র গীতি, কবিতার মাধ্যমেই পাওয়া।

আমাদের এই মরণশীল জীবনের সীমানা পার হয়েও আমরা যেন অতৃপ্তই থাকি। মনে প্রশ্ন থেকেই যায় - কই দেখা হয়নি তো সব, জানা হয়নি তো কতকিছু, কতকিছুই তো অজানা। বোঝাই বা হল কোথায় শেষ - সেভাবে কতকিছুই তো পাওয়া হয়নি। এইসব জাগতিক ভাবনাচিন্তার দুঃসহ ভার বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে একদিন পার হয়ে যাই জীবনের ভবসাগর। আমাদের জীবনের এই নিঃসঙ্গ বিজন আলাপে তিনিই তো আছেন আমাদের সাথে। তাঁরই আশ্রয়ে, তাঁরই গানে যে আমরা আমাদের বেদনা হারাই। তিনি মুক্তি দিয়েছেন আমাদের তাঁর নিখিল বীণার সুরে। তাঁকেই আমরা ডাকি ব্যাকুল হয়ে - দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁর জন্য পেতে দিই মহাসন।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাধনার ভাবাদর্শে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক গানেই তাঁর এই অরূপরতনকে খুঁজে বেড়ানোর আর্তি প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব সাধকদের মতো।

অভীষ্টকে শুধুই উপাসনার মধ্যে না খুঁজে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝেই পেয়েছেন বারে বারে। তাই প্রকৃতি ও জীবনবোধ তাঁর গানে ও কবিতায় এত গভীরভাবে উপস্থিত। শুধু উপাসনা ও নিমগ্ন ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে সঁপে না দিয়ে তিনি নিরন্তর প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পূজার প্রকাশ দেখেছেন। বারবার তাঁর নানা গানে তিনি যেন নিবেদন করেছেন তাঁর এই আকুল আর্তি। যেন বলতে চেয়েছেন - আমার সকল কিছুর মাঝে যে তুমি - তাই তোমায় নতুন করে পাওয়ার আশাতেই যে ফিরে ফিরে আমার এই চাওয়া। হে নাথ, আমার এই প্রতীক্ষার অবসান করো প্রভু।

প্রকৃতির মাঝেই পরমেশ্বর। প্রতি নিয়ত প্রকৃতি নিজেকে পরিবর্তন করে চলে। যেন সে বিশ্বপিতাকে খুঁজে চলেছে। তাঁরই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। নিজ রূপ বদলে যেন সে বিশ্বপিতার সমাধিস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার এক চিরকালীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুনীল আকাশের বুকে ভাসমান মেঘ যেমন ভেসে যেতে যেতে হারিয়ে যায় সুদূরে, রাত্রি বিলীন হয় দিবসের আগমনে, সাগরের উচ্ছলতা স্তব্ধ হয় তটরেখায় আছড়ে পড়ে; আমরা তেমনই আমাদের সব অস্থিরতা, সব উদ্বেগের পর তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। তাঁর চিরকালীন সঙ্গীতের অসামান্য ঐশ্বর্য আমাদের ওপর শান্তির বারিধারা নিক্ষেপ করে, করুণার আলোয় আমাদের মধ্যে লক্ষ জ্ঞানের লক্ষ চেতনার প্রদীপ জ্বালায়। তাঁর সব কিছু তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে, আমাদের জীবনের প্রতিটি উপলব্ধিকে কালপুরুষের মতন পথ দেখিয়ে।

যেদিকে তাকাই, যাই দৃশ্যমান হয়, তার বহিরাবরণ খুলে ফেলে দেখি অন্তরে, গহীন অন্তঃস্থলে সব কিছুতেই আমাদের সব চেতনা, সুখ, দুঃখ, শোক, আশা, নিরাশা, আনন্দ, বেদনা, ব্যর্থতা, সাফল্য, প্রেম, বিরহ, প্রেরণা, প্রতিজ্ঞা, অভিমান, অনুরাগ - সবকিছুতেই তিনি যেন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পরম আশ্চর্য্যময় উপস্থিতি নিয়ে, আমাদের পরম পরিত্রাতার মতো। তাঁর ঈশ্বরীয় অবস্থান আমাদের হৃদয়ে। তাঁর ভাবধারা আমাদের জীবনবোধকে রক্ষা করে চলেছে। প্রতিনিয়তই আমাদের জীবনে তাঁর অনন্তকালজোড়া ব্যাপ্তি হিমালয়ের মতো। তাঁর পদতলে আমাদের আত্মিক স্বীকারোক্তি -

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে।।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 32 20/09/19 9:59 AM

মহাত্মা ও মহামানব - ভারত আত্মার প্রধান দুই ধারার ভিন্নমুখী প্রবাহ

সঞ্জয় ব্যানার্জী

স্বাধীন ভারতবর্ষের আত্মার দুই প্রধান রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুজন স্মরণীয় মহাপুরুষ এবং ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠতম মনীষীর প্রায় একই সময়ে, একই দেশে আবির্ভাব যুগপৎ বিস্ময়কর এবং পরাধীন দেশের পক্ষে অসীম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও এক অলৌকিক, ঐশ্বর্যময় সৌভাগ্য। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চেয়ে বয়সে ৮ বছরের ছোট গান্ধীজী - দুই কালজয়ী, ক্রান্তদর্শী, অন্তশ্বৈর্য্যে পূর্ণ পুরুষের মধ্যে ছিল পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। প্রচলিত বিশ্বাস যে এঁরা একে অন্যের "মহাত্মা" এবং "গুরুদেব" উপাধির জনক, সে তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও, এ কথা সত্যি যে জাতির জনক ও জাতীয় কবির সর্বজনগ্রাহ্য এই সম্বোধন শুরু হয়েছিল এই মনীষীদের দ্বারাই, পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধার ভাবনা থেকে। কিন্তু এই বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা, অনুরক্ততার পাশাপাশি, দুই যুগপুরুষের দর্শন, চিন্তা ও মননে বেশ কিছু গভীর বিভেদও ঐতিহাসিক সত্য। নানা বিষয়ে দুজনের মত ও আদর্শের প্রবল বিরোধ ফুটে উঠেছে তাঁদের বিভিন্ন লেখায়, চিঠিপত্রে এবং সমসাময়িক মানুষদের স্মৃতিচারণায়। মূল যে বিষয়গুলি নিয়ে দুজনের মতপার্থক্য স্পষ্ট, তা ছিল - জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম বনাম মানবধর্ম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ; সংস্কার, ঐতিহ্য ও বিশ্বাস বনাম চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধ; সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষা, শিল্প, উদ্যোগের ভূমিকা ইত্যাদি। দুই মহাজীবনের চিন্তা ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার ধৃষ্টতা অর্বাচীন লেখকের কল্পনাতীত। সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হল, ১৯১৫-য় গান্ধীজীর ভারতে ফেরা থেকে থেকে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, এই ২৭ বছরেরর সময়কালে নানা ঘটনায় সাধারণের প্রণিধানযোগ্য তাঁদের কিছু ভিন্ন মতাদর্শের উদাহরণ, যা শতাব্দী পেরিয়ে আজও আমাদের শিক্ষা ও অনুধাবনের বিষয়।

আহেমদাবাদ, ১৯২০

১৯১৫-য় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকাপাকি ভাবে ভারতে ফিরে আসেন, ৯ই জানুয়ারী সকালে তাঁদের জাহাজ এস.এস. আরাবিয়া বোম্বে বন্দরে নোঙ্গর ফেলে। দেশে পদার্পনের এক মাসের মধ্যেই, ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে কস্তুরবা সমেত গান্ধীজী পৌঁছন শান্তিনিকেতনে, তাঁর জীবনের প্রধানতম যাত্রার প্রারম্ভে কবির আশীর্বাদ নিতে। প্রথম সফরেই গান্ধীজী শান্তিনিকেতনের আবাসিকদের ওপর তাঁর স্বাবলম্বনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালু করান। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় বিশ্বাস করলেও, অহেতুক কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন মনে করেননি। ছাত্রদের রান্নাবান্নার জন্য রাঁধুনি, সাধারণ কাজ কর্মের জন্য পরিচারক ছিল প্রথম থেকেই। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনের আমবাগানে সভা ডেকে সকলকে বোঝালেন ছাত্রদের আরো স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। ওনার প্রবল ব্যাক্তিত্বের স্রোতে বাকি সব যুক্তি ভেসে গেল, কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 33 20/09/19 9:59 AM

বিপ্লবের সূচনা করবেন গান্ধীজী, তার সূচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সংসারে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়ে। এখন থেকে রান্না, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, জল তোলা সব কাজ ছাত্ররা নিজেরা করবে। গান্ধীজী নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন শৌচাগার সাফ করার কাজ। এই বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর আশ্রমে মহাবিপ্লব শুরু হয়ে গেল। এই সমস্ত বিভিন্ন দরকারী কাজের ভিড়ে পড়াশোনাটা রাতারাতি নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে পড়ল। পড়ার ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই কমতে থাকে, মাস্টারমশায়রা ছেলেদের তলব করলেই উত্তর পান কেউ ঘর মোছা, কেউ বাসন মাজা, কেউ নর্দমা পরিষ্কার করার মত গুরুত্বপূর্ণ আত্মশিক্ষায় ব্যস্ত। যদিও শুরুতে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়েছিলেন এবং গান্ধীজীর একমাস আশ্রমে থাকাকালীন এ ব্যবস্থা পুরোদমে চললেও, ওনার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে চরিত্রগঠনের এই কঠিন রীতির অবসান ঘটিয়ে সনাতন নিয়ম পুনর্বহাল করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মন ও যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতাকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন চিরকাল। শান্তিনিকেতনে এক নবীনার অটোগ্রাফ খাতায় গান্ধীজী একবার লিখলেন, "তাৎক্ষণিক আবেগের ঝোঁকে কখনো প্রতিজ্ঞা করিবে না। কিন্তু একবার শপথ নিলে প্রয়োজনে প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করিবে।" বালিকার খাতায় লেখা গান্ধীজীর এই উপদেশ দেখে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত বোধ করেন। শপথরক্ষার চেয়ে কবির কাছে সত্য এবং যুক্তির অগ্রাধিকার সবসময়। মহাত্মার লেখার নিচেই তিনি লিখে দিলেন খাতায়, "তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে সাধ্য আছে কার"। বাংলায় লেখার পর, যাতে গান্ধীজী বুঝতে পারেন সেজন্য ইংরাজীতে লিখলেন, "Fling away your promise, if it is found to be wrong".

১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে বিহারে এক মর্মান্তিক ভূমিকম্পে প্রায় দশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। গান্ধীজী তখন মাদ্রাজ প্রদেশে, তুতিকোরিনে এক সভায় তিনি বললেন, "অস্পৃশ্যতার যে ঘৃণ্য অপরাধ আমরা করেছি ও করে চলেছি, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এ বিধাতার শাস্তি"। নিদারুন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় দেশবাসী যখন মুহ্যমান, তার মধ্যে গান্ধীজীর এই হৃদয়হীন মন্তব্যে স্তম্ভিত হয়েছিলেন কবি। সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে প্রকাশ্য বক্তব্য রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "মহাত্মার এ উক্তি, যা একান্তই অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও ওনার মুখনিঃসৃত হওয়ার সুবাদে দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কাছে অনায়াসে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, গভীরভাবে পীড়াদায়ক"।

গান্ধীজীর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে চরম অসংবেদনশীল। তবে এই নিদারুন উক্তিকে মহিষীর হৃদয়হীনতার প্রমান হিসেবে দেখা বোধহয় ঠিক নয়। এর আসল উৎস জাতপাত সংক্রান্ত দেশবাসীর মনের গভীরে প্রেথিত, দুর্ভেদ্য, বর্বর অনাচারকে নির্মূল করার দীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতার হতাশা থেকে। বহুল চর্চিত এই উক্তির পাশাপাশি, ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উদ্ধারকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ (১০ লক্ষের অধিক অর্থ ত্রাণকার্যের জন্য যোগাড় করেছিলেন গান্ধীজী, সেদিনের হিসেবে যা এক অকল্পনীয় পরিমান) হয়ত অনেকের কাছেই অজানা। দাক্ষিনাত্য থেকে এরপরই বিহারে গিয়ে সে অর্থ উনি তুলে দিয়েছিলেন ওনার অনুসারী, বিহারের নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে, বিহারের পুনর্গঠনের জন্য।

গান্ধীজী মনে করতেন যে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পথ ছেড়ে পশ্চিমী আধুনিকতার অনুসরণ করাই ভারতবর্ষের দুর্দশার আসল কারণ এবং সমগ্র ভারতবাসীর নৈতিক আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও তপস্যাই একমাত্র মুক্তির পথ। তিনি Young India পত্রিকার ১৯২৭-এর এপ্রিল সংখ্যায়

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 34 20/09/19 9:59 AM

"ইংরাজী শিক্ষার কুফল" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে উনি বলেন যে ইংরাজী ভাষা ব্যতীত ভাবনা চিন্তা না করতে পারার অক্ষমতা না থাকলে রাজা রামমোহন রায় আরো অনেক সার্থক সংস্কারক এবং লোকমান্য তিলক আরো বড়ো দার্শনিক হতে পারতেন।

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। বিদেশে তাঁর হাতে এই লেখা পৌঁছয় এবং তা পড়ে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হন। বন্ধু এন্ডরুজ-এর উদ্দেশে এক চিঠিতে উনি লিখছেন, "I strongly protest against Mahatma Gandhi's trying to cut down such great personalities of Modern India as Rammohan Roy in his blind zeal for crying down our modern education ... (he) is growing enamoured of his own doctrines — a dangerous form of egotism, that even great people suffer from at times ..."।।

এন্ডরুজ, যিনি গান্ধীজীরও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন, কবির এই চিঠি কাগজে প্রকাশ করে দেন (কবির সম্মতি ছিল কি না, সঠিক প্রমান নেই)। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে আহত হন গান্ধী, এবং সাথে সাথে ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আবার লিখলেন – "মহান কবির মতোই আমিও মুক্ত বাতাসে বিশ্বাস করি। ...উন্মুক্ত দুয়ার ও বাতায়ন দিয়ে সমস্ত সংস্কৃতির খোলা হাওয়া আমাকে আলিঙ্গন করুক, এ আমারও বাসনা। শুধু এই সংকল্পে আমি দৃঢ়কল্প যে কোনো ঝড় এসে যেন আমায় নিজের কুঠির থেকে সমূলে উত্থিত করতে না পারে..."।

রাউলাট আইন প্রত্যাখানের দাবীতে ১৯১৯ -এর এপ্রিলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আহ্বান দেন গান্ধীজী। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ-এর সমর্থন প্রার্থনা করে গান্ধীজী তাঁকে চিঠিতে লেখেন, "...দেশের রাজনৈতিক অবস্থার শুদ্ধিকরণের এই সংগ্রাম যতক্ষন আপনার আশীর্বাদধন্য না হচ্ছে, আমার অন্তঃকরণ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।" কিন্তু নিঃশর্ত সমর্থনের বদলে রবীন্দ্রনাথ উত্তরে গান্ধীজীকে সতর্ক করেছিলেন, "....অসহযোগ আন্দোলনের নৈতিক শক্তিতে আমি সন্দিগ্ধ, কারণ তা প্রয়োজন মত সত্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুভাবেই ব্যবহার করা চলে..."। দেশবাসীর নেতৃত্বের জন্য গান্ধীজীর যোগ্যতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল না, কিন্তু তাঁর চিন্তা, " ... এই কঠিন সংগ্রাম বীরের উপযুক্ত পরীক্ষা হলেও, তাৎক্ষণিক সুখদুঃখে বিচলিত হয়ে পড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ কাজ নয়"। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষির আশঙ্কা বাস্তবায়িত হতে দেরি হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, নানা প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ মানুষ ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে লিপ্ত হয় ধর্মঘট, বাস, ট্রাম জ্বালানো ইত্যাদি প্রতিবাদে এবং ফলস্বরূপ ব্রিটিশ পুলিশের সাথে নানা অশান্ত ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে ভারতের নানা জায়গায়, প্রধানতঃ আমেদাবাদে। মর্মাহত গান্ধী রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ডাকা সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নেন দু'সপ্তাহের মধ্যে।

এন্ডরুজ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতন, ১৯২৫

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 35 20/09/19 9:59 AM

গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার অন্যতম প্রধান বিরোধের জায়গা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের ভাবনা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ। কবির কাছে স্বদেশের স্বপ্নরূপ, "জ্ঞান যেথা মুক্ত... যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি, বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি..."। ১৯২০ সালের শেষ দিকে গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সত্যাগ্রহ এবং আত্মশুদ্ধির পথ হিসেবে আধুনিক সভ্যতার অশুভ প্রভাব উপেক্ষা করে ভারতবাসীকে নির্দেশ দিলেন দেশের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা, চরকা কাটা, বিদেশী বস্তু বর্জন প্রভৃতি কর্মকান্ডে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় দেশের বাইরে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় দীর্ঘ সফরে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন কবি। তিনি আশা করেছিলেন ভারতবাসীর এতকালের পুঞ্জীভূত অভিমানের যে বাঁধ ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছেন গান্ধীজী, সেই প্রবল শক্তির সাহায্যে বহুকালের অচলায়তন ভেঙে নানা সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞ, শিক্ষা, দেশীয় বাণিজ্য, উৎপাদন প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের জোয়ার আনা সম্ভবপর ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু এন্ড্রুজকে প্যারিস থেকে লেখা ১৯২১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর চিঠির অংশবিশেষ-

"...Such an emotional outburst should have been taken advantage of in starting independent organizations all over India for serving our country. Let Mahatma Gandhi be the true leader in this ... . I shall be willing to sit at his feet and do his bidding if he commands me to co-operate with my countrymen in service and love. I refuse to waste my manhood in lighting fires of anger and spreading it from house to house. It is not that I do not feel anger in my heart for injustice and insult heaped upon my motherland. But this anger of mine should be turned into the fire of love for lighting the lamp of worship to be dedicated through my country to my God. It would be an insult to humanity if I use the sacred energy of my moral indignation for the purpose of spreading a blind passion all over my country. It would be like using the fire from the altar of sacrifice for the purpose of incendiarism."

অথচ, অসহযোগ আন্দোলনে কবির নৈতিক সমর্থন একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১-এর জুলাই মাসে বিদেশ থেকে ফেরেন। ততদিনে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগের প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়েছে হিমাচল থেকে দাক্ষিণাত্যে। শান্তিনিকেতনে অনেকেই, এমনকি রবীন্দ্রনাথের দাদা এবং আশ্রমের প্রথম দিকের আবাসিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন গান্ধীজীর আহ্বানে। সেপ্টেম্বর-এর শুরুতেই গান্ধীজী ছুটে এলেন কলকাতায় কবির আশীর্বাদ নিতে, জোড়াসাঁকো বাড়িতে দীর্ঘ, রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়েছিল দুজনের। দুই ক্ষণজন্মা মানুষের মতের মিল হয়নি শেষ পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময় প্রদত্ত কবির একটি বক্তৃতায়, যা কিছুদিন পরে তখনকার প্রভাবশালী মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় "সত্যের আহ্বান" শীর্ষক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। আপত্তি ওঠান অসহযোগিতার মূল নেতিবাচক, নঞর্থক পদ্ধতি সম্পর্কে, সতর্ক করেন জাতীয়তাবাদের সাথে আত্মকেন্দ্রিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তার বিষময়

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 36 20/09/19 9:59 AM

পরিণতি যা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে উন্মত্ততা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে, প্রশ্ন তোলেন চরকা কাটার সার্থকতা নিয়ে। তিনি সন্দিহান ছিলেন যে স্বদেশী আন্দোলন এমনকি হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করতে সফল হবে কিনা। দেশভাগের দুঃস্বপ্ন তাঁর সে আশংকাকে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সঠিক প্রমান করেছিল।

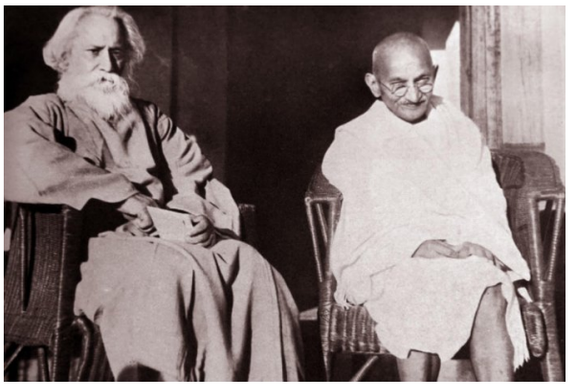

মহামানব ও মহাত্মা-শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাথা পেয়েছিলেন গান্ধীজী। প্রায় সাথে সাথেই ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার ১৯২১, অক্টবর সংখ্যায় "অতন্দ্র প্রহরী" (The Great Sentinel) প্রবন্ধে তিনি সংযত ভাষায় কবির সমালোচনার প্রত্যুত্তর করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ শোষণযন্ত্রকে তাদের নিজের নিয়মেই একেবারে মূলে আঘাত করা। তিনি আরো বললেন যে, এই সংগ্রামের ভিত্তি ভারতের সনাতন আত্মিক চরিত্র অনুসারী যা সংকীর্ণ একজাতিবাদের শ্রেষ্ঠত্বের বদলে বিশ্বাস করে বিবিধের মিলনে; আগ্রাসন, ধ্বংসের বদলে সফলতা খোঁজে আধ্যাত্মিকতার পথে, সার্থক জীবন উদযাপনের মধ্যে দিয়ে। সে কারণেই অসহযোগ আন্দোলনের মূল চরিত্র কখনো মানবিকতার বিরোধী হতে পারে না। 'কবির উদ্বেগ' শীর্ষক আরেকটি নিবন্ধে গান্ধীজী বলেন, "ভারত ভুল পথে পা ফেলছে ভেবে কবি উৎকণ্ঠিত। কবিকে অভয় দিচ্ছি যে আমরা বিচ্ছিন্নতা, হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পথে অগ্রসর হচ্ছি না। কবি আশ্বস্ত হতে পারেন অসহযোগ আন্দোলন কখনোই ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চীনের দেয়াল হয়ে উঠবে না। ঐচ্ছিক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরেই অসহযোগ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায় অসৎ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হলো অসহযোগ।"

চরকা আন্দোলনে সামিল হতে আপামর ভারতবাসীর কাছে মহাত্মার আহ্বানের সারবত্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজীর কাছে চরকা কাটার উদ্দেশ্য নিছক অর্থনৈতিক নয়, এর গুরুত্ব আরো গভীরে নিহিত - চরকা কাটাকে গান্ধীজী দেখতেন আত্মশুদ্ধি ও কঠিন সাধনার জন্য ত্যাগের প্রস্তুতি হিসেবে। বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে সেখানের Daily Herald সংবাদপত্রে ১৯৩১-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত "আমি, আমার চরকা ও স্ত্রীজাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "চরকা কোটি কোটি পরাধীন, অভূক্ত ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্নের প্রতীক। আমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে যেটুকু বক্তব্য রাখছি, তার অনেকগুন অধিক উদাহরণ আমার দেশবাসী তাঁদের চরকা কাটার মাধ্যমে রেখে চলেছেন, যার মূলমন্ত্র ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সরলতা"।

গান্ধীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কবিকে চরকা কাটায় সামিল করানোর, যা দেখে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হবে কিন্তু চারদিকে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ চরকা কাটায় - বৈচিত্রহীন, যান্ত্রিক যে কর্মে মানুষের চিন্তাশক্তির সামান্যতম যোগ নেই - যোগ দেননি কখনো। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধীজীর অনুসারী এবং অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি লিখলেন, প্রতীকি হলেও রবীন্দ্রনাথের চরকা কেটে দেশবাসীর সামনে উদাহরণ রাখা উচিত। এর উত্তরে কালান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত কবির লেখার অংশবিশেষ এইরকম, " ...সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 37 20/09/19 9:59 AM

অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ...মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। ...এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতবড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই। ...একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে-বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। .... এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। ....ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই। ....এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন।

গুপী বলে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকলরকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন। ... সবচেয়ে সহজ দেবতার কাছে সবচেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সবচেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া"।

দুস্তর প্রভেদ ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনদর্শনেও। দাম্পত্য, কৌমার্য্য, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান ছিল দুজনের। গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য এবং কৌমার্য্য পালনের স্বপক্ষে এবং বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন ব্যতীত যৌনতার বিরুদ্ধে ধারণা পোষণ করতেন। মধ্য তিরিশে এসে স্ত্রীর সাথে বাকি জীবন পৃথক শয়নের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তের সর্বজনীন ঘোষণা করে দিলেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের একচল্লিশ বছর বয়সে, ঊনিশ বছরের বৈবাহিক জীবনের পর পাঁচটি সন্তান রেখে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর জীবনাবসান ঘটে। কবি পুনর্বিবাহ করেননি, এবং জীবনের শেষ দিকে বিদেশিনী ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর সাথে কামগন্ধহীন, নিকষিত হেম-এর সম্পর্ক ছাড়া বাকি জীবনে আর কোনো নারীর ঘনিষ্ঠ হননি। তা সত্ত্বেও প্রেম ও যৌনতা সম্বন্ধে কবির দর্শন ছিল গান্ধীজীর ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গান্ধীজী একান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং প্রভূতাংশে অবাস্তব ধারণা পোষণ করতেন। মার্গারেট সাঙ্গার নামক একজন আমেরিকান নারীবাদী পথিকৃৎ ১৯৩৫ সালে গান্ধীর সাথে ভারতীয় নারীস্বাধীনতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে আসেন তাঁর ওয়ার্দা আশ্রম। শ্রীমতি সাঙ্গার-এর সাথে গান্ধীজী একমত হন যে নারীর নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হওয়া উচিত। কিন্তু গান্ধীজী তার সাথেই যোগ করলেন যে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া সমর্থনযোগ্য এবং বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন মিটে গেলে পুরুষদের উচিত তার জান্তব কামনাকে সংযত করা, আর নারীর কর্তব্য তার স্বামীকে বাধা দেওয়া। মার্গারেট সাঙ্গার তর্ক করেন যে সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলন

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 38 20/09/19 9:59 AM

সম্পর্কের এক পবিত্র চাহিদা ('spiritual need'), এবং সেহেতু জন্মনিরোধক পদ্ধতি জন্মনিয়ন্ত্রনের জন্য একান্তই আবশ্যক কিন্তু গান্ধীজী কিছুতেই মানেননি যে সন্তান উৎপাদন ছাড়াও ভারতীয় নারী শুধুমাত্র শারীরিক তৃপ্তির জন্য মিলনপিয়াসী হতে পারে।

গান্ধীর ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জন্মনিরোধক পদ্ধতির বদলে মানুষের নৈতিক চেতনার জাগরণ ও স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রনের উৎকর্ষতা সংক্রান্ত গান্ধীজীর লেখা একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন মার্গারেট সাঙ্গার, এবং এ বিষয়ে আরেক বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মত জানতে চান। সাঙ্গারের সমর্থনে তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিটি পাঠান, তা গান্ধী-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী, "...মানুষের কবে নৈতিক বোধ জাগ্রত হবে, তার অপেক্ষায় বসে থেকে অসংখ্য শিশুকে অভাব ও অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া সামাজিক অন্যায়"।

মানব ইতিহাসে সর্বকালের পূজ্য দুই যুগপুরুষ এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট দুই মনীষীর চিন্তা, দর্শনের গভীর তুলনামূলক আলোচনার স্পর্ধা এই মামুলী রচনাকারের পক্ষে নেহাতই বালখিল্যসুলভ আচরণ হবে। তার চেয়ে এ রচনা শেষ করি শ্রী জওহরলাল নেহেরুর উদ্ধৃতি দিয়ে, এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে বিভেদ সত্ত্বেও, একতন্ত্রীতে বাঁধা ভারতীয়তার মূল মিলনসুর সম্পর্কে ওনার উপলব্দি দিয়ে:

Gandhi and Tagore. Two types entirely different from each other, and yet both of them typical of India ... It is instructive to compare and contrast them. No two persons could be so different from one another in their make up or temperaments. Tagore, the aristocratic artist, turned democrat with proletarian sympathies, represented essentially the cultural tradition of India, the tradition of accepting life in the fullness thereof and going through it with song and dance. Gandhi, more a man of the people, almost the embodiment of the Indian peasant, represented the other ancient tradition of India, that of renunciation and asceticism. Both, in their different ways had a world outlook, and both were at the same time wholly Indian. They seemed to present different but harmonious aspects of India and to complement one another.

মূল তথ্যসূচী:

i) The Argumentative Indian: Amartya Sen

ii) Gandhi 1914-1948: Ramachandra Guha

iii) Nehru's quotations from, a) prison diary entry of 7 Aug, 1941 (on getting news of Tagore's demise) and, b) Discovery of India

শেষ সাক্ষাৎ- ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 39 20/09/19 9:59 AM

Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja
Edible Oils, Rice, Flour, Mango Pulp, Spices, Rusks, Biscuits & Tea

Rasoi Magic
Pre-mixes

MEU
Sauces, Drinks & Mackeral

Priya Gold
Cookies & Cream Biscuits

Tata
Salt

India Gate
Basmati Rice

Nestle India
Noodles

MTR
Ready To Eat Meals, Pre-mixes & Almond Drinks

Bikano
Snacks, Sweets & Frozen Foods

Frooti & Appy
Drinks

Shan
Pre-mixes, Pink Salt, Pastes & Relishes

Midas
Papads, Chutneys, Pickles & Pastes

Mavana
Insence Sticks

Bajaj
Cosmetics

Parachute
Cosmetics

VLCC
Personal Care Range

Cornitos
Nacho Crisps & Party Mix

Jabsons
Flavoured Peanuts & Snacks

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz

ORGANIC INDIA™

ORGANIC HERBAL TULSI TEAS FOR HEALTHY, CONSCIOUS LIVING

GOODNESS OF COCONUT MAGIC OF AYURVEDA

COCO SOUL™

PURE FOR SURE

Premium Cosmetics made from 100% Organic Virgin King Coconut Oil

GOODNESS OF COCONUT MAGIC OF AYURVEDA

- No Parabens
- No Sulphates
- No DEA
- No Mineral Oil
- No Silicones
- No Phthalates
- No Petrolatum
- No Formaldehydes
- No Propylene Glycol
- No Animal Testing

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz

Painting by **Rounak Giri**

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 42 20/09/19 9:59 AM

রবির আলোয় শান্তিনিকেতন

স্বপ্না রায়

শহর থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে রবির প্রিয় শান্তিনিকেতন ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে অতি প্রিয়। বোধহয় এখানে অনেকেই পান প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। শালের ছায়াবীথি, বনপুলকের সুবাস, তির-তির করে মন্থর গতিতে বয়ে যাওয়া কোপাই নদী, বাতাসে ঋতু পরিবর্তনের গন্ধ এখনও আছে।

আমি ২০১৮-র পৌষ মেলাতে শান্তিনিকেতন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। মেলার দৃশ্য আর বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম - অনেক দেরি করে ফেলেছি। আগে কেন আসিনি? বিশ্বভারতী সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে। তখন আমার রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল…

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

১৮৬১ সালের ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনের একটা বিশেষ উৎসব। কারণ তিনি যে বিশ্বকবি, সর্বোপরি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ । বাঙালির রবিঠাকুর, তরুণ প্রজন্মের চোখে রবীন্দ্রনাথ... "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো..."

I am so proud to be a Bengali and proud of Rabindranath.

শান্তিনিকিতনের দর্শনীয় স্থান - ছাতিমতলা, বকুলবীথি, আম্রকুঞ্জ, উপাসনা গৃহ, নন্দন, উদয়ন, উত্তরায়ণ, বিচিত্রা, রবীন্দ্র মিউজিয়াম ইত্যাদি। কবিগুরুর লেখা প্রচুর নাটক, গান, কবিতা। "গীতাঞ্জলি" তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পান, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। তখন তাঁর ৫২ বছর বয়স। ১৯৪১ সালে "ঐ মহামানব আসে" তাঁর রচিত শেষ গান।

৭ই আগস্ট বাংলার ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ ৮০ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবিগুরু "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম..."
তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা!

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 43 20/09/19 9:59 AM

USA 2017

Atrayee Roy

It was only two years ago that the special day had arrived in my life. I had waited more than 30 years to visit USA. Being a student of geography, USA's topography and natural features always encaptivated me. I dreamt of going there and seeing the natural features with my eyes. I had memorised each state and the capital cities in the US during my study. But unfortunately, or fortunately, that day did not arrive till 2 years ago. When we wanted to move overseas, my husband planned to come to NZ instead of USA. As we settled down in NZ, I gradually started to give up my dream as I felt there may not be any difference between these two countries in natural beauty. NZ has a lot of natural features and some of the pristine natural beauty!

Life went on. Suddenly after 19 years, I got a special invitation from my brother to visit them on their son's graduation party. Their son, Ayan Sinha has become an artist in vocational music under the guidance of the famous maestro Pandit Jasrajji. Ayan would be performing a three-hour-long concert for all his friends, relatives and well-wishers. I accepted the invitation. During this span of thirty years, many of my relatives have settled down in the US. So, I contacted my brother-in-law and my sister so that I can spend some time with them too.

The strangest feeling, that I had experienced prior to my visit to the US, was that the excitement that was there some thirty years ago, had vanished. I could barely recollect the names of the states. I felt that because I had come to terms with the fact that I may not go to the USA, my beautiful dream had vanished in thin air. Instead, I felt the urge to go and share my knowledge and experience of Pranic Healing (energy healing) with friends and relatives that I would meet in my trip.

I boarded the plane and landed in Los Angeles, then to Salt Lake City where my brother-in-law and mother-in-law came to pick me up. My stay was short with them (only for a week). I visited Yellowstone National Park, Crater of the Moon and Bryce Canyon amongst other places. I was dumbstruck with the beauty of the uniqueness of these places. The wild animals in their natural habitat added grace and beauty to the natural environment. I was practising my Pranic healing practice and I could feel the tremendous positivity around me. Everything was taking place as smoothly as possible. My childhood dream was manifesting in a way that I could enjoy every moment of it. Though it was summertime in June, I was lucky to see snow, hail, rain and ice all in one day!

Then I boarded the plane to Pittsburgh. I looked from the window of the plane and saw the desert down below. I was full of joy and satisfaction to see the country as it unfolded in front of me. When I reached Pittsburgh, I was so happy to be with my

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 44 20/09/19 9:59 AM

brother's family for the first time in the USA. I chatted all day long, helped them in arranging the graduation party that was to happen the next day. The house was full of friends and relatives that I have not met for a while.

All was going smoothly when something cropped up. My nephew was throwing up and was terribly sick with fever early in the morning on the day he was to perform. Everyone became tense and my Boudi gave him all sorts of medicines to cure him. I suggested my brother and his family if they wanted me to treat Ayan with Pranic healing. They agreed, and I did the protocol that was needed. He fell asleep. After a few hours, when he woke up, he felt absolutely alright. That evening he sang amazingly to capture the audience! They acknowledged the power of healing.

After the celebration was over, my brother took me out to see the Niagara Falls, New York and Washington! I realised that I would have missed a lot if I had not come and seen these places. Niagara Falls was beyond description. This was also a time that I got to spend with my brother after eight years. I thanked him from my heart for all the arrangements that he did to make my trip successful.

The last week was with my sister near Atlanta! We chatted, cooked, went out shopping and sightseeing in those days, and it was a wonderful family time to share each other's experiences. I shared with her the amazing power of Pranic healing and how it could be practised in our daily lives.

After the amazing three weeks, it was time for my return to NZ. I boarded the plane at Atlanta to come to Los Angeles. My connecting flight to NZ was later that evening and I was contemplating what to do for 8 hours of wait time. The plane was in mid-air and I started watching a movie. Suddenly all the screen monitors darkened, and I could feel a hassle and buzzle in the plane. I was unable to understand what was happening. Then I heard the announcement that one engine of the plane failed, and the pilot was preparing for an emergency landing. He said that he had landed planes safely before in such conditions and there was no need to worry. I thought that after such a beautiful holiday, was this going to be the end or was there a bigger plan? I immediately calmed down and started doing my inner practises to not only protect myself from any harm but also for all the passengers, crews and luggage that was on board. After half an hour that plane safely landed at Memphis airport. Later, when I contacted my relatives, I came to know that this place in Tennessee was the place where my spiritual guru had physically left this earthly plane. I felt that he protected and saved us. I was blessed to be able to be in this place even for a short while.

After some time, another plane arrived to take us to Los Angeles. I did not miss my connecting flight as those eight hours were spent in Memphis to add some spice in my journey to the USA. The dream did come true and it became memorable even more as it was full of amazing experiences of energy healing!

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 45 20/09/19 9:59 AM

Vienna – My first European experience for 210 days!

Shivaji Adhikary

"Nothing ever becomes real till it is experienced." (John Keats)

That sounded quite logical. And after my **Vienna (Capital of Austria)** experience, it is a fact that I have possibly seen all the glorious things that one hears of Europe, when I went there in the summer of April, in 2012. I could never imagine that God had painted a beautiful place called Vienna on earth. It was one of the most enriching and fulfilling experiences of my life. The seven months of my stay in Vienna has taught me more than any book or any degree will ever be able to teach.

It all started with me receiving a surprise email from my manager stating that I have been chosen to represent **Larsen and Toubro Infotech** to work for ***International Atomic Energy Agency (IAEA),* Vienna**, **a subsidiary of United Nations.** That sounded quite promising to me at the beginning. My video conference-based interview went well actually with the management of IAEA, but I was doubtful if they will end up selecting me. When I got selected with another guy from Chennai, I was feeling like he and I are the chosen ones for this "**mission to Mars**" project and this made me determined to reach the place and give my best shot come what may!

I started from Mumbai after bidding usual goodbye to my parents and my sister from the international airport (after admiring the superb Mumbai International Airport construction and finally was able to reach the Vienna airport after travelling for close to nine hours in the Swiss Airways. It is not easy to travel non-stop for such a long duration on a flight where the seats were so small even to sit, forget lying down! While in the aircraft, I was remembering the reactions of my friends and my relatives who were absolutely stunned to hear the news, not only because I was going abroad, but also the very fact that it was at **Larsen and Toubro InfoTech's** expense. Did it shock them because they underestimated me all this time? "How can an average student make it abroad on his own merit without parental support?" they wondered.

For some people, it was luck that had defined my selection and for the rest, it was a result of my hard work. I'd say it was a combination of both culminated with absolute sincerity in what I do at work with full dedication. I remember being asked in the onsite interview via Skype, "What does the word TEAM mean to you?" I remember replying, "TEAM is an abbreviation of the phrase – *Together Each Achieves More.*"

I landed at the Vienna airport on 22 April 2012, from Zurich [as my flight was landing Vienna from Mumbai via Zurich (in Switzerland)] and I must admit that I

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 46 20/09/19 9:59 AM

had quite an adventurous time to be able to reach the appropriate Gate number in the Zurich airport. Actually, when I landed at Zurich airport, I was told to reach Gate no. 10. But how do I reach Gate no. 10 was actually not communicated by the Swiss Airways clearly. And, to figure all this out I had only one hour with too many handbags (my lack of experience travelling abroad ALONE)! To add to this, the Zurich Airport officials DID NOT SPEAK ENGLISH!

After figuring out the correct Gate number, I sped as fast as Milkha Singh and finally reached the gate but to my shock, I could mostly see glass covering all around it just like the glass covering of a particular store in a mall. Ideally, when you reach the gate number, you expect that to be the last point after which you board the flight, but not in my case. After waiting for a while, I decided to return and have a check on whether I was going in the right direction or not. Being watchful was not enough and I realized that the place, where I was previously, was actually the right place. I came to know that those glass coverings are actually glass doors which open up when an underground metro train arrives which connects **Terminal I** to **Terminal II**. This was a massive surprise and a shock for me, as I never imagined a train to be the mode of transport from one airport terminal to another!

As I belonged to a land where trains arrive only at the train stations, this was something completely out of the world for me. The fact thrilled and excited me as I admired the amazing planning and the execution of the metro station planned perfectly to be able to create something like this which is so very helpful for the passengers. But the admiration had to stop as I had very few minutes left. So I hurried to finally reach the aircraft at the exact time!

When I finally landed at the **Vienna International Airport**, I was beginning to realize that my dream had come true. However, no one had reached the airport to receive me (maybe I was not the Prime Minister of India, hence!). I somehow figured out that to reach the Praterstern Station, I needed to go down and buy the train tickets. Now was the real challenge. I saw a lady using the machine to buy the **S - Bahn** tickets (**S: stands for Schnell and Bahn: stands for Train** used for travelling to a certain limit outside Vienna or trains travelling long distances). Now before trying to use the machine (and have 100s of questions in my mind on using its functions), I preferred to ask the lady to buy me a ticket and yes, she did oblige me. She was actually helping a few other people as well (like me) who were trying to buy the train tickets.

Later on, she joined me along with 2-3 more passengers to travel to Praterstern. As I was travelling, I was enthralled to watch the streets of Vienna city - the clean roads, the picture-perfect landscapes, the Mercedes cars, the Ducati Bikes, in other words, the perfect place to shoot a Yash Raj movie. I was exhausted initially as I had travelled and panicked a little bit at the Zurich Airport, Switzerland (coupled with some jet lag); but those views simply were casting their magic on me. I was just beginning to realize how advanced and gorgeous Europe really was and I was super excited.

I managed to reach the Praterstern Station and finally met my room-mate for the next seven months - Suryakant Thakkarkar - a studious guy who had his childhood and was brought up at Goa. We then reached our rental accommodation and while

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 47 20/09/19 9:59 AM

travelling to reach our location, I couldn't help but admire and acknowledge the beautiful women around me as well while I was on the train. Actually, they were all very healthy with great skin (and some unnecessary tattoos!). The men were perfectly built and were all looking like Greek Gods.

What followed for the next seven months was the fight for survival, they fight to stay alive (by either buying food or inventing ways to cook food using YouTube) and the fight to overcome the predicament of me not knowing the German language. Actually, I had not known that the people of Austria speak only German and hence it wasn't easy for me to buy the groceries and other necessary items without using the Google translator in my iPhone 4. Egg was named Ein, for example, and trusts me, I actually did that. My condition was even more pathetic when I went to a salon for the first time, at Vienna City Centre Salon for men. The barber did not know English and I had quite a weirdly - hilarious time trying to explain the details of what hairstyle, what hair length etc I was aiming for. Google translate had to be thanked immensely for getting me out of such a situation (to some extent along with me playing dumb charades and using hand gestures, trying to explain the details).

After the haircut, when I looked in the mirror, I was looking a tad younger. Well, I understood that my boyish look was quite visible with this hairstyle which was short but a stylish one. I liked it. I could carry it to my office.

The next day I had to reach the office at 9 am as usual but after the office was over, I just loved travelling in the U- Bahn (Metro rail) while travelling back home. The U-Bahn is incredibly accurate and the frequency of trains is after every 2 minutes. There are trams taking you to the station from your house which are frequent and timely as well. Something that I miss here in Auckland – the Trams.

Cooking was my next challenge as expected as I had cooked only one thing for the past 26 years of my life, i.e., NOTHING. Cooking actually needs a lot of patience to get started to be able to end up making a palatable dish. It is one life skill that must be taught at an early age, probably in schools.

The Prater Park experience

"Do not be misled by what you see around you, or be influenced by what you see. You live in a world which is a playground of illusion, full of false paths, false values and false ideals. But you are not part of that world." (Sai Baba)

Sai Baba is right. Well, Sai baba cannot be wrong anyway as he is THE ONE. After slogging for the whole week working for the IAEA and experiencing the pains of waking up early and working till late consecutively throughout the week, I decided to enjoy the Praterstern park one Saturday which looked quite kiddish from outside and was one sort of Essel world for Vienna, and boy did I enjoy myself! I went to the giant swing which while at its peak, reached at least not less than 30 feet so

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 48 20/09/19 9:59 AM

when it came down, I felt like a superhero who would hit the ground after reaching and then start flying again! The seat where I was sitting (along with a few people of around 30 years of age) then started to somersault which made me screeeeaaaam! The joy ride was of approximately 5 Euros and I made sure I enjoyed it more than any human being on earth. It was such a fun experience and a nice warm weather as well, as it was in the month of June 2012, which was the summertime.

The next ride, that I took there, was with my (next) roommates and it was Go-Karting. We were a bunch of 3, out of which 2 had just arrived from India and were from Datamatics. Naresh had been kind enough to give me the accommodation as I had to leave my previous one. I had actually met Naresh while playing cricket in Vienna.

Cricket is something each Indian is associated with so it is a way of interacting with people from my home country. The first thing I did was to be smart enough and get a picture for myself with me sitting in the racer Go - Karting car.

Facebook has changed the meaning of pictures altogether and yes it was great fun to ride and race. I beat the roommate black and blue but had a very close contest with a female who was driving almost like a professional. She knew exactly when and how much the breaks had to be pressed while sharp turning curves were met. At a few times, my car hit hers as well (unintentionally though!), and I was feeling like I am almost there but she would always get the better of me. Finally, at a point of time, she looked tired and slowed down and I seized the opportunity and accelerated past her to come first (as only 3 of us were racing on the track). Victory is always a good feeling no matter what your competition is.

However, as I looked behind, I realized that the race was already over. Nevertheless, it was the first time I was doing the Go-Karting stuff and yes I did have a lot of fun. Somen, one of the guys with whom I had raced, was very angry with himself and I loved that. He is a very senior guy and has an ocean of knowledge saved in his brains. The next ride was a merry-go-round which after a point of time will take you to around 100feet above the ground and then go around with its speed increased. Gosh, that was scary! At such a height you are able to have a view of the whole city of Vienna and the cold breeze which would almost start whispering in your ears, “this is how you feel when you are flying, Shiv!!". This ride was always visible from the trains and is one of the sight-seeing attractions of Vienna and I am glad to have covered that. Basically, Vienna is a very beautiful city and when you come out of the Praterstern Station you feel like you are actually in an amazing place and you start thanking God that this had to happen with you in this life. Full marks to the government for maintaining the city. There is a fantastic monument situated right outside the station which has its history (for which you can very well use the internet to know more) and which looked extremely picture-perfect. Another selfie moment for me for sure.

Mozart Concert at Schönbrunn Palace

My next experience that I would like to share is the Mozart concert held at the ethereal Schönbrunn Palace. My roommates were actually just the opposite of me. They would prefer to stay at home

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 49 20/09/19 9:59 AM

knowing that there is a Mozart concert but I was not going to let this go off me.

I returned home as usual tired after working in the office. But something inside me started telling me to live each day as if it was my last day. I know that sounds filmy but that is how you experience things which you probably wouldn't if you stayed at home and ended as normal. Normal is so boring. I somehow figured out the place where the concert is supposed to happen, and finally was able to reach there. Beautiful lights hit the sky and the crowd's presence along with the music similar to Beethoven's symphony only increased my excitement. Actually, I had never seen so many people walking and being so chirpy. So I finally managed to reach the Palace and it looked magnificent. The beautiful architecture which looked absolutely stunning. Was able to hear the host speaking something in German to address the performers and the crowd. Slowly the music started and the couples that were standing in front of me started to do ball dance. As I was alone, I felt awkward and understood that all this would have been so much more fun with a friend, a companion or a life partner. I stayed there for a while. I actually tried coordinating with a friend to reach the place but he himself was lost. It was an experience which was good but could have been better with my life partner surely. Life is more fun if it is shared. However, my mom thinks that it makes one dependent on someone. Well, everyone has their own opinion and that, I guess, is the beauty of life. When two people discuss and contradict to a point of view, the same issue is handled in two different ways and time decides who ends up in what situation. Both are correct in their places.

A Quick trip to Kahlenburg rope course

"A thrilling experience called LIFE!!"

An email was circulated in the office by Vijay (A lively guy from the webserver team) that a nearby place called *Kahlenburg* could be explored to do a rope course. As I always wanted to explore tasks which were challenging as well as exciting, I made up my mind to join the group for this fun task in the coming weekend. Actually, life had to be made great during the weekends or else someone who had just come from a livewire place like Mumbai would feel dead in the empty streets of Vienna. Population isn't that much there. In the evening at around 6, the streets would go empty and all the shops would down their shutters.

We reached Kahlenburg after we had gathered at the Praterstern station (a station as popular as Dadar or Bandra in Mumbai, India). Initially, we were given some outfits and a very beautiful instructor named Magdalena decided to

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 50 20/09/19 9:59 AM

guide us. She was a fair lady with blue eyes and her personality was magnetic. She first guided us on how to wear the outfits properly. After that, we were taken to a place where kids, adults, moms and dads practised sliding through a rope – a simulation of what was coming for us shortly. And then started our Rope Course!!

I can write my experience here in more than 4 pages but you have to experience it yourself to get the actual thrill. There were a lot of trees and a passage (which was sometimes like a thin rope which had to be passed and sometimes it was tiles tied by ropes floating in the air which had to be crossed after enormous balancing and all this at a height of around 20 feet!). In short intervals, then came a rope to which you have to tie the hook (which was given along with the rope course outfit to every individual) and reach the other end of the rope which was at a distance of almost a kilometre. So once you started the slide to reach the other end, you almost got the feel of flying in the air that touches your face making you feel like a superhero!

In Kahlenberg, there isn't one type of rope course which is not available or is not functioning. Such is the gamut of several rope courses available there (all in good condition) for a price of 30 Euros which is similarly priced in India as well (at Della Adventure Park near Lonavla).

The hook that you have attached to your body cannot be removed. The officials out there are very particular of this and there is one official always present having a close eye of what safety precautions you are violating!

We covered all the rope courses available at Kahlenberg. The last one which was to be completed was easily the most exciting, the most challenging and the most risky one. We were a group of approximately 10 people with two ladies as well in the group. Both the ladies (Priyanka and Neha) were quite determined to finish the last one and prove the world "Darrke aagey jeet hai!!" However, as God made woman delicate, they found it very difficult to finish the last rope. One had to admit that it was a difficult one for even us to finish and the very fact that the ladies wanted to attempt needs to be commendable. When Neha started the course, I started capturing it in my phone as a video. People who had finished the last hurdle went down but Vijay, Blaise and I had stayed back to motivate and guide the girls. While I was capturing the video, people were fooling around and commenting on the girls and sometimes on me too. But it was great fun and I will always cherish these memories for a long time. In Auckland, this is done at Waihiki Islands as well.

Finally the inevitable happened and the rescue team had to be called in to help the girls as they got stuck! The same instructor (the blue-eyed girl named Magdalena) had come to rescue and boy did she make all the women proud. She came in a jiffy and in no time the girls were on the other side of the rope. She was very professional. We thanked her immensely and finally started our journey back to our homes.

A great experience had to finally come to an end, but the memories are still fresh and I can still feel it inside me.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 51 20/09/19 9:59 AM

When The Dust Settled

Sananda Chatterjee

Ten. This was the tenth line she had etched in the wall so they must have been there for ten days. This was the only way for them to keep track of time. They knew the conflict was inevitable and had been stockpiling for a while, building their basement into a temporary shelter.

Vineet had found their neighbours caught in the middle of some sort of argument with the authorities and had talked them down from taking the family of four to where the rest of them were being detained. And so the 7 of them, ended up in Antara's basement.

Every now and then the ground above them shook and unsettled the dirt on the old bookshelves that lined the inside edges of their makeshift safe house. Antara's eyes fell on the few remaining cans of beans on those shelves. She had never even thought that she would need to think about the shelf life of food - she had always prided herself on organic, fresh produce, a conscientious consumer. In fact Antara made it a point to never ever buy canned foods, so this was a real adjustment. Especially for little Nimit.

She quickly glanced over at the three kids playing some make-believe game in the corner. Nimit and Tammy had dressed Mr Beaver up with rags from the basement. Nimit never let Mr Beaver out of his sight since he got it on his birthday last year. The three of them were looking for hidden treasure, in squares that they drew into the dust on the floor.

How easy it was for them to pull the real world up there, into their play and ignore

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 52 20/09/19 9:59 AM

the reality of what might be happening. The adults had told them that they were just in a video game. And they had to play a long game of hide and seek. But the kids were getting restless now. And the food was starting to run out.

They had enough food and water here for a few months, but that was when it was only the three of them - having the Rikers there, had depleted their supplies in about half the time.

...

"The shelling seemed to have stopped," Vineet said, looking at Antara in hope.

He had been straining his ears to the ceiling to try to hear what was going on better.

"Maybe we should go up and try to have a look. You guys should just hang back here," he said looking over to Ryan, "we don't want for them to see you."

"No Vin, you can't go out there on your own man. Let me come with you." Ryan pleaded.

"Vin, Ryan has a point," Antara piped up. She definitely did not want Vineet roaming the streets alone, scavenging for food. It was really hard to tell what was actually going on up there. "But Ryan, it's probably not a good idea to let you go either. I could just go with Vin. You guys can stay here and watch the kids," Antara said, determined.

"Listen Antara, it will be fine, honestly. Let me go with Vin. I am really shit with the kids, Shelley will attest to this", Ryan signalled to Shelley who nodded in agreement on cue.

It had been good to have the Rikers around in all honesty. The two families had been neighbours since before the kids were born. Ryan was funny, but Shelly was the badass of the Riker household. She had given up her entire corporate career to be a stand up comic and now also ran a little comedy club.

"Oh," Antara thought, "used to run a comedy club". She had been injured on the day they came down here. Shelley wasn't really good to go anywhere.

"Earth to Antu" Vineet called out, snapping Antara out of her thoughts, "we shouldn't really delay this too long babe. What if the quiet doesn't hold too long? We may only need to go to our own kitchen or the Rikers. Might not even be far."

"Fine," conceded Antara. "But please, just be super careful."

...

"Papa!" Nimit cried out and pointed to where the figures of Vineet and Ryan slowly came into view.

They had been gone almost a full day before the rest of them had decided to get out and take a look. It had been pretty free of any incriminating sounds. More and more it was the sounds of peacekeepers' sirens, talking on the megaphones calling out for different families who may have been left behind. Some had been sponsored to leave the country. But definitely no shelling. No gunfire. No yelling. No explosions. So the rest of them, well Shelley and Antara, thought they would risk it. So they climbed out of the basement and spent a few hours just in the house, which was now in a devasted state -

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 53 20/09/19 9:59 AM

bullet holes, shattered glass and furniture fragments everywhere. But they had deemed it safe to venture outside.

Nimit had spotted his dad and before Antara had a chance to slow him down, he sprinted across the road, when an explosion rocked the street and Nimit disappeared into a cloud of smoke and dust.

Antara was knocked off her feet from the explosion but she pulled herself back up fairly quickly. It seems that she perhaps had fallen over from the shock of the explosion than anything else. She cleared some debris from her eyes. No sign of Nimit. A panic starting to sink in. Then the smoke and dust faded just enough for her to be able to see Vineet again and a sense of relief washed over her. Sirens were wailing in the distance again. Maybe the peacekeepers were closer.

“Did you see Nimu come to you?” Antara yelled across the road. Vin signalled that he still couldn't hear properly.

She couldn't either, she realised, her ears were still ringing in the aftermath of the explosion. They could barely see below each others necks.

“I am going to come to you” she signalled him.

Antara started slowly making her way across the street, the same route Nimit had taken. Navigating through the ash and dust foot suddenly hit something squeaky. Her heart skipped a beat. She knelt on the road immediately and started foraging around to find, Mr Beaver. The tears came out thick and fast, she couldn't stop them now. From the corner of her eyes, she saw Vineet was next to her, he had definitely found him.

The dust had finally cleared, and the sound of the peacekeepers became more obvious as they started to tend to people.

Antara and Vineet sat there frozen. Helpless. Holding the lifeless, mangled body of their 5-year-old.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 54 20/09/19 9:59 AM

গানে মোর ইন্দ্রধনু

সুপ্রিয় সুর

Swiggy'r বাইকটা পার্ক করে ইন্দ্র। এটাই আজকের শেষ ডেলিভারি। এটা কমপ্লিট করেই ইন্দ্র বাড়ী ফিরবে। আজ বেশি লেট হলে মুশকিল। দ্রুত আশাবরী অ্যাপার্টমেন্টের দোতলায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে ইন্দ্র। এখানে আগেও এসেছে। নীচের দারোয়ানও চেনা। ৪ নং ফ্ল্যাটের সামনে এসে পরিচিত doorbell বাজায়। ভেতরে জোরদার পার্টি চলছে মিউজিক শুনেই বুঝতে পারে ইন্দ্র। ইন্দ্র আরেকবার কলিং বেল টেপে। এবার দরজা খোলে প্রত্যেকদিনের সেই মেয়েটি। নিশ্চয়ই কোন নায়িকা। নায়িকাদের চোখের পাতা খুব বড় হয়। ভারী চোখ মন ভারী করে তোলে ইন্দ্রর। দরজা দিয়ে আলো আর শব্দগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েটি ইন্দ্রর হাত থেকে খাবারগুলো নেয়।

- "ম্যাডাম, রেটিংটা একটু দিয়ে দেবেন।"
- "কোনোদিন তোমাকে ৫-এর নীচে দিয়েছি?"
- "না। জাস্ট মনে করালাম। থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।"
- "থ্যাঙ্ক ইউ। গুড নাইট।"
- "গুড নাইট ম্যাম।"

Paytm-এ পেমেন্ট করা আছে। ইন্দ্র একবার মোবাইলটা চেক করে নেয়। ডেলিভারি কমপ্লিট করে log off করে। ঘড়ির দিকে দেখে। দুটো বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে দারোয়ানকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাইক স্টার্ট দেয় ইন্দ্র। ভারী চোখ দুটোর কথা কী মনে পড়ল আরেকবার?

দত্তবাবু বারান্দায় পায়চারী করছেন। ঘরে সুধাময়ী ঘুমোচ্ছেন মশারির ভেতরে। পাখার হাওয়ায় মশারিটা কাঁপছে। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে রাত দুটো বাজার শব্দ। উত্তর কলকাতা বলেই আজও গুহবাড়ীর গ্র্যান্ডকাদার ক্লকটা সময় জানান দেয়। দত্তবাবুর অনিদ্রা রোজ। ৭২ চলছে। পেনশন আর বাড়ী ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। বড় ছেলে অমিত, অমিতের বউ শোভনা, নাতি কিংশুক আর দুই মেয়ে করবী আর জয়িতা। অমিত এখন বেকার। আগে একটা অফিসে চাকরী করত। ডিমনিটাইজেশনের ধাক্কায় চাকরী খুইয়ে এখন খুচরো কাজের ধান্দা করে বেড়ায়। এর মধ্যেই শোভনা আবার গর্ভবতী। জয়িতা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে বাড়ীতে বসে আছে। একটা বিউটি পার্লার করার জন্য বাবার কাছে টাকা না পেয়ে রোজ বাড়ীতে অশান্তি করে। রাতের ফাঁকা রাস্তায় আলোগুলো ঠা ঠা দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবনাগুলো ভিড় করে আসে দত্তবাবুর মাথায়। বাইকের আলোটা গলির মাথায় দেখা যায়। দত্তবাবু বারান্দার অন্ধকারটার আড়ালে চলে যান।

পিনাকীদার মুখ তো মুখ নয়, যেন শনি সাক্ষাৎ ভর করে আছে জিভের গোঁড়ায়। কাউকে খারাপ কিছু বললে ফলবেই। অষ্ঠমীর দিন রবি নতুন পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছিল। পিনাকীদা দেখে বলল, "বাহ! পাঞ্জাবীটা তো ভালোই হাঁকিয়েছিস। সাবধান! ছিঁড়ে টিড়ে না যায়। পরে একদিন পড়তে দিস।" ছেঁড়ার কথায় রবির মুড বিগড়ে গিয়েছিল, "যাও তো। ইচ্ছে হলে পরতে দেব।" রবি ঘুরতে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপরে কি হয়েছিল, সারা পাড়া জানে। রবির প্রেমিকাকে নিয়ে ঘোরার সময় হঠাৎ প্রেমিকার দাদা দেখে ফেলায়, রবিকে বেধড়ক ক্যালায়। ফালা ফালা পাঞ্জাবী, আলুর মতো ফুলে যাওয়া কপাল, টম্যাটোর মতো ফুলে যাওয়া চোখ নিয়ে রবি পাড়ায় ফিরে এসেছিল। হাতে পাঞ্জাবীর একটা ছেঁড়া হাতা নিয়ে। সেই থেকে পাড়ার লোকজন সাবধান হয়ে উঠেছে। যারা আগে থেকেই এইসব বিশ্বাস করত, তারা নতুন বিশ্বাসীদের প্রায়ই বলত, "কীরে? বলেছিলাম না!"

ইন্দ্র বাইকটা আস্তে করে থামায়। বাড়ীর একটু আগে থেকেই ইঞ্জিন বন্ধ করে, হাঁটিয়ে ফুটপাথে তুলে বাড়ীর নীচে চাঁপা গাছটার নীচে পার্ক করে, হ্যান্ডেল লক করে মানিব্যাগ থেকে চাবিটা বের করে দরজার দিকে এগোয়। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। পা টিপে টিপে সবে সিঁড়ির সামনেটা পার হওয়ার সময় হঠাৎ মনে হয় সিঁড়ির উপর কে যেন দাঁড়িয়ে। এসব পুরনো বাড়ীতে ভূত থাকে শুনেছে কিন্তু দেখেনি কখনও। বুকটা কেঁপে ওঠে। থমকে যায় একটু -

- "শোনো"

ওপর থেকে ডাক আসে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্র। দত্তবাবু, বাড়ীর মালিক। আজকেও ঝাড় আছে ভাগ্যে। পায়ের আওয়াজটা নীচে নামতে থাকে। ইন্দ্র ঘুরে দাঁড়ায়। দত্তবাবু নেমে উঠোনের কোণের বেঞ্চির দিকে

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 55 20/09/19 9:59 AM

তাকিয়ে বলে ওঠেন, "বসো"। নিজেও গিয়ে বসেন। বসে ইন্দ্র।
- "তোমার কী রোজ এই রাতটা হবেই?"
- "আসলে লাস্ট ডেলিভারি টা বড্ড লেট করে এল, তাই। আমি এরপর আর এরকম লেট না করার চেষ্টা করব।"

পরেরদিন ইন্দ্র ডেলিভারির তাড়াহুড়োতে একটা accident করে ফেলে। সেখানে এক পরোপকারী ছেলের সাথে দেখা হয় তার। তবে accident সূত্রে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ইন্দ্রকে। বাইক আর ইন্দ্র দুজনকেই পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্দ্র-র এরিয়া ম্যানেজার ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে আনে। তার কাছেই ইন্দ্র জানতে পারে যে একটি NGO থেকে ফোন করে প্রথম ইন্দ্র-র ব্যাপারে জানানো হয়েছিল। ইন্দ্র ফোন করে NGO-তে। জানতে পারে যে যে ছেলেটি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ফোনটা করেছিল। ছেলেটির নাম পলাশ। অঙ্কের টিউশন করে, তার সঙ্গে NGO চালায় পাচার হওয়া মেয়েদের জন্য।

ইন্দ্র-র আসল বাড়ী চাঁদপাড়া। বাবা ব্যাবসায় বসতে বলে, কিন্তু ইন্দ্র গান গাইতে চায়। পুরনো বাংলা সিনেমার মতোই গ্র্যাজুয়েশনের পরে গান গাওয়ার জন্য কোলকাতা চলে আসা। সকালে ঘুরে ঘুরে গানের audition দেওয়া আর বিকেল থেকে Swiggy। এই করে জীবন কাটছিল ইন্দ্র-র। এই ভাড়া বাড়ীটি শোভাবাজারে। কাছেই গঙ্গা। ইন্দ্র সকালে উঠে রেওয়াজ করে। হারমোনিয়াম আছে একটা। দুবছর হল বাড়ী ছেড়েছে ইন্দ্র। Open University-তে মাস্টার্সটা শেষ করবে কিনা ভাবছে। পড়াশোনা সে করতে চায়। কিন্তু গানটাই তার মূল লক্ষ্য। বেশ কয়েক বার audition দিয়েছে ইন্দ্র। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেদিন রাতে দত্তবাবু নিয়ম করে দিয়েছেন। যেদিন রাতে ফিরতে দেরি হবে, সেদিন মিষ্টি আনতে হবে। ভদ্রলোকের সুগার। বাড়ীতে মিষ্টি খেতে দেয় না। রাজী হয়ে গেছিল ইন্দ্র। ভদ্রলোক ভালো। মন থেকে ভালো। কিন্তু কখন যে রেগে যায় আর কখন যে খুশি থাকে বোঝা যায় না। এ বাড়ীর মূল কর্ত্রী সুধাময়ী। বাবার সুদের ব্যাবসা ছিল, তাই মেয়েও টাকার ব্যাপারে খুব সতর্ক। সবকিছু সবসময় বাঁচিয়ে চলছে। ইন্দ্র-র ভাড়া দিতে মাসের ৫ তারিখ পেরিয়ে গেলে মাঝে মাঝেই বাথরুমে জল বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েকবার সাবান মেখে বা হাফ দাড়ি কেটে উঠোনে এসে জানাতে হয়েছে জল শেষ, এবং উত্তরে রাস্তার কলে চলে যেতে বলা হয়েছে। সুধাময়ীর ধাত পেয়েছে সুধাময়ীর বড় ছেলে অমিত। টাকা না থাকলেও টাকা খরচ করার ব্যাপারে তার হিসেবী অঙ্ক অবাক করার মতো। টাকা না থাকায় সেই হিসেব আরো দমবন্ধ করা হয়ে ওঠে। সুধাময়ী যদি বাজার থেকে তাকে মুরগি আনতে বলে, সে ডিম কিনে নিয়ে এসে মায়ের হাতে টাকা ফেরত দেয় এবং ডিম থেকেই যেহেতু মুরগির জন্ম তাই দুজনের প্রোটিন বা ক্যালোরির পরিমাণ যে সমান সেটা বুঝিয়ে ছাড়ে। ছোট মেয়ে জয়িতা আবার এর উল্টো। তার খরুচে হাত। ফুচকা খেতে এবং সিনেমা দেখতে সে দরাজ দিল। হিসেব করে খরচ করা তার ধাতে নেই। কয়েকদিন হল Habib's-এ ঢুকেছে। বাবা-মাকে শুনিয়ে দিয়েছে তারা টাকা না দিলেও সে এই কাজ করে টাকা জমিয়ে নিজের বিউটি পার্লার বানাবে এবং নিজের অধিকার বলে সম্পত্তির পাওনাটুকু আদায় করে সেখানেই খুলবে তার পার্লার। বড় মেয়ে করবীকে দেখেনি কখনও ইন্দ্র। করবীর নাকি মাথায় গণ্ডগোল আছে। নীচে নামে না। বাড়ীর বাইরেও বেরোয় না। ছাদে যায় হয়ত কখনো-সখনো। তবে ইন্দ্র তাকে কোনদিন দেখেনি। অমিতের বউ শোভনা একজন আলুথালু মহিলা। সুধাময়ী দেখেশুনে গ্রাম থেকে ধরে এনেছেন। রান্নাবান্না সংসারের বাইরে শোভনার আর কোন identity নেই। ঘোমটা দেওয়া ঘরের বউ। Economist স্বামীর non-economic বউ। তাদের একমাত্র ছেলে কিংশুক। ছোট্ট কিংশুক প্রথম প্রথম ইন্দ্রকে ভয় পেত। এখন রোজ গান শোনে ওর কাছে। এই বাড়ীর এই একটি সদস্যের সঙ্গে ইন্দ্র-র সম্পর্কটা বন্ধুর। ইন্দ্র বাবা-মার একমাত্র ছেলে। বাবা-মার আদর আর বকা দুটোই এ বাড়ীতে পূরণ করে কিংশুক।

ইন্দ্র আবার পলাশের অফিসে যায় একদিন। বালীগঞ্জে গিয়েছিল গানের audition দিতে। ফেরার পথে একবার পলাশের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখানে তার দেখা হয় তার বহুদিনের চেনা শ্রেয়ার সঙ্গে। এই অফিসে আগেও শ্রেয়ার সাথে দেখা হয়েছে তার। তবে ইন্দ্র কোনো কথা বলেনি। শ্রেয়া ওর পাড়ার মেয়ে। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলত। শ্রেয়ার বাবার transfarable job - IPS officer। চাঁদপাড়ায় পোস্টিং ছিল তখন। শ্রেয়া ক্লাস ফোর অবধি পড়েছিল ইন্দ্র-র সঙ্গে। শ্রেয়া চলে যাওয়াতে ইন্দ্র বন্ধুহারা হয়ে উঠেছিল। মনমরা হয়ে পরেছিল বেশ। শৈশবের সেই স্মৃতিগুলো শ্রেয়ারও কী মনে আছে?

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 56 20/09/19 9:59 AM

পলাশ অফিসে না থাকায় শ্রেয়ার মুখোমুখি পড়ে ইন্দ্র। শ্রেয়া সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কী তাকে চিনতে চাইছে না?" ইন্দ্র অভিমান চেপে রেখে শ্রেয়াকে অফিসের বাইরে কফি খাওয়াতে নিয়ে যেতে চায়। শ্রেয়া জানায় মোড়ের মাথার চায়ের দোকান অবধি ম্যাক্সিমাম যেতে পারে সে। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে দেখা হতে থাকে। আবার ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এমনসময় ইন্দ্র একটা কম্পিটিশনে ডাক পায়, গানের কম্পিটিশন। Audition-এ একটা যেকোনো গান আরেকটা মৌলিক গান গাইতে হবে। ইন্দ্র বোঝে এই কম্পিটিশনটাই হতে পারে তার সাফল্যের দরজা। নিজের ওপর সম্পূর্ণ confidence আছে ইন্দ্র-র। কিন্তু মৌলিক গান? ইন্দ্র তো গান লিখতে পারে না। এক মাস বাদেই audition। শ্রেয়ার কাছে সাহায্য চাইলে সে জানায় যে সেও গান লিখতে পারে না, বড়জোর একটা ছড়া লিখে দিতে পারে। চিন্তার কথা ইন্দ্র শেয়ার করে তার ছোট্ট বন্ধু কিংশুকের সঙ্গে। সাথে সাথে পুরোদমে চলতে থাকে তার গানের রেওয়াজ। রাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। শ্রেয়ার সাথে দেখা করাও কমে যায় তার। গান কোথায় পাবে সেই চিন্তায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ইন্দ্র।
একদিন সকালে হারমোনিয়াম নিয়ে বসার আগে ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে হটাৎ জানলার কাছে একটা ভাঁজ করা কাগজ পায় ইন্দ্র। তাতে একটা গোটা গান লেখা। গান পড়ে ইন্দ্র-র খুব পছন্দ হয়। কিন্তু গানটা কোথা থেকে এল, কেই বা দিল - ভাবতে থাকে ইন্দ্র।

May Maa Durga Bless you and your family with good health and happiness.

Aakash Jeyaseelan
Spiceland
50 Queens Road,
Panmure
Mobile: +64 22 516 7120

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 57 20/09/19 9:59 AM

হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে

সুস্মিতা বোস

টিভি দেখছে বুড়িটা। গা জ্বলে যায়! এখন কত নরম সুরে ডাকে, “অসীমাআআআ!” মধু ঝরে পড়ছে!

আর বিয়ের পরে পরে সে কি হুংকার! রক্তের জোর ছিল তো! ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত ও। বরের সাথে বেরোতে দিতে আপত্তি। বাপের বাড়ির ফোন আসলে আপত্তি। একদিন সাজগোজ করে ফুলের মালা খোঁপাতে দিয়েছিল বলে শুনিয়েছিল "বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছ না পরপুরুষের সাথে ঢলানি করতে যাচ্ছ?"

মা না ঘুমানো অবধি অমল শুতে আসতে পারত না নতুন বৌয়ের কাছে। কিসব দিন গেছে! কিছু ভোলেনি ও। ছেলেও মিঁউমিঁউ করত। মায়ের নামেই বাড়ি ব্যবসা সব।

স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে বুড়ির সুর বদলেছে। বুঝেছে ছেলের বৌ ছাড়া আর গতি নেই।

টিভিতে সিরিয়াল হচ্ছে। হাঁ করে তাই গিলছে স্বপ্না। আর আড়চোখে বৌমাকে মাপছে। এই সময় রোজ কমপ্ল্যান দেয়।এখনও দিল না তো! দেবে না নাকি!

ঠক্ করে গ্লাসটা রাখলো টেবিলে ও। এই কমপ্ল্যান না দেওয়া অবধি বুড়ি উসখুস করবে। নোলা তো কম নয় !

বাব্বা! নায়ক নায়িকার কি জড়াজড়ি! সব লাল জামা পরা। পার্টির সিন। ভ্যালেন্টাইন ডে! ভালোবাসার দিন!

"মরণ!", অসীমা বিড়বিড় করল! অসহ্য লাগে এইসব তার। আর বুড়ি দেখছে দ্যাখো! চোখের মণি যেন খুলে আসবে ! ছেলে আর ছেলের বৌয়ের ভালোবাসা তো তোমার চোখের বিষ ছিল! আর এখন সিরিয়ালে প্রেমের দিনের পার্টি দেখছো!

কমপ্ল্যানের সাথে দুটো মেরি বিস্কুট দেয় রোজ। আজ দিল না তো! জিজ্ঞেস করবে? না থাক। এমনিতেই টিভি দেখে কি একটা বলল বিড়বিড় করে!

রান্নাঘরে এলো অসীমা। এই সময় নিজের জন্য এক কাপ চা করে। ওমা! জানলায় দুটো পায়রা। এই অবেলায়! ভালোবাসার দিন কি ওদেরও! চা করে নিজের জন্য একটু চিঁড়ে ভাজা নিল একটা বাটিতে। অমল এনেছে কাল। খুব নরম আর ঝুরঝুরে। গন্ধটাও বেশ।

আজ বুড়িকে বিস্কুট দেয় নি ইচ্ছে করেই। ওকেও তো কতদিন পেট ভরে খেতে দিত না দুপুরে! কি দুর্বিষহ ছিল সেসব সময় !

পায়রা দুটো আবার এসে বসল। সন্ধে নামছে।

অসীমা ঢুকল শাশুড়ির ঘরে। সাদা ধবধবে চীনেমাটির বাটি রাখল টেবিলে। সাথে চামচ।

- "তোমার ছেলে কাল এনেছে। খাও।"
- "কি এটা?"
- "চিঁড়ে ভাজা। খুব নরম। তোমার অসুবিধা হবেনা।"
- "এতটা!"
- "খাও না। একদিন তো। কিছু হবেনা।"

ফিরে গিয়েও আবার এল ও। চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে দিতে গেলো শাশুড়ির গায়ে। তার আগেই স্বপ্না হাতটা ধরে ফেলল অসীমার।

ভাঙাচোরা গলায় বলে উঠল, "হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে বৌমা!"

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 58 20/09/19 9:59 AM

ভালোবাসি বাংলাকে

প্রভা ঘোষ

তখন সকাল ৭ টা বাজে, বাবার ডাকে ঝিনির ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে, বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "বাবা ডাকছো?" তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, "তোমার মা'ও ডেকেছেন, মায়ের ডাকে আগে সাড়া দাও। 'জননী জন্মভূমি স্বর্গদপী গরীয়সী'"। ঝিনি সেদিন বোঝেনি এর অর্থ। আজ সে বোঝে। বাবা বললেন, "আমার মা নেই। চলে গেছেন। এখন তুমিই আমার মা।"

সে মার কাছে গেলে মা বললেন, "বাবাকে সরবত টা দিয়ে এসো। বাবা সকালে নিমপাতার সরবত খান, যেমন রবীন্দ্রনাথ খেতেন। একবার এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে এসেছেন। ভেতর বাড়ি থেকে দু-গ্লাস সরবত এলো, রবীন্দ্রনাথের জন্য সবুজ আর লোকটির গ্লাসে সাদা সরবত। তিনি কবিগুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সরবত অত সুন্দর রঙ, আমার সাদা কেন?' তখন রবীন্দ্রনাথ ভেতর বাড়িতে খবর পাঠালেন ঐ সবুজ সরবতের জন্য। ভদ্রলোক এক চুমুক দিয়েই টের পেলেন কি ভুলই না করেছেন!"

রিনিঝিনি খুব সাধারণ এক মেয়ে। চঞ্চল ছটপটে, তবে খুব হাসিখুশি। বাবা ডাকেন ঝিনি বলে, মা ডাকেন রিনি। তার সবসময়ই মনে হয় নতুন কিছু করবে। তাই সে ঠিক করল বাড়িতেই রবীন্দ্রজয়ন্তী করবে ভাই বোনেদের নিয়ে। সেই মতো ছোটখাটো রিহার্সালও হল। দেখতে দেখতে ঐ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ২৫শে বৈশাখ এসে গেল। কয়েকটা গান, আবৃত্তি, আর কবিতা অবলম্বনে হবে বীরপুরুষ নাটক। ছোট ভাই পবনকুমার হবে নায়ক - বীরপুরুষ। অংশগ্রহণকারী ও দর্শক জ্যাঠতুত দিদিরা। বড়দি মায়ের লালপাড় শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে কাপড়ে ঘেরা পালকীতে বসবে "একটুকু ফাঁক করে"। মেজদি আর রিনি বেয়ারা লাঠি হাতে। দু-একজন বন্ধুকেও বলা আছে। সকাল ১০টায় শুরু অনুষ্ঠান।

শেষ পর্যায়ের রিহার্সাল চলছে। বীরপুরুষের পাঠটা পবনের খুব পছন্দের। রাংতার তলোয়ার হাতে পবন বলে ওঠে, "এই চেয়ে দেখ আমার 'রাংতার' তলোয়ার, টুকরো করে দেব..."। মেজদি বলল, "আহা! রাংতার তলোয়ার বলতে হবে না।" আবার, "আমি আছি ভয় কেন মা করো" বলে বড়দির গলা জড়িয়ে ধরল পবন। তা দেখে মেজদি বলে উঠল, "না না, ওভাবে নয়। বড়দির গলা জড়াতে হবে না। তাহলে পালকী ভেঙ্গে যাবে তো।"

এমনসময় দরজায় খুট করে একটা আওয়াজ। দাদা এসেছে! "কি হচ্ছে এসব?" ভয় পেয়ে ভাইয়ের হাত থেকে তলোয়ার গেল পড়ে। ডাকাত ভেবে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে। দাদা - বিদ্যুৎ, জেঠিমার বড় ছেলে। মেজদি সাহস করে বলল, "রবীন্দ্রজয়ন্তী।" দাদা শুনে হেসে ফেলল। বলল, "ও! তাই স্কুল ছুটি।"

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 59 20/09/19 9:59 AM

জেঠিমা রান্নাঘর থেকে ছুটে ছুটে আসছেন পবনের কান্না শুনে। তাঁর আঁচল রান্নাঘর থেকে লুটোতে লুটোতে আসছে। দাদা ততক্ষণে ঘর থেকে উধাও জেঠিমার বকুনির ভয়ে। জেঠিমার হাতে সেই বিশাল হ্যান্ডেলওয়ালা খুন্তিটা, যেটা জ্যাঠামশাই কিনে এনেছিলেন জেঠিমার হাতে উনুনের তাত লাগবে বলে, আর বলেছিলেন, "শিব মা দুর্গাকে ত্রিশূল দিয়েছিলেন অসুর বধের জন্য, আর আমি দিলাম খুন্তি। ডাকাত এলে ব্যবহার কোরো। তবে উনুনে গরম করে নিতে ভুলোনা যেন।" তা শুনে রিনির মা সেজো বউ বলেছিল, "বাব্বা, দিদি তোমাদের কী প্রেম!" বাঙালি রান্নাঘরে মহিলাদের অস্ত্রের অভাব নেই, ব্রহ্মার কমুন্ডলের জলের বদলে এক মুঠো নুন বা গুঁড়ো লঙ্কা চোখে ছুঁড়ে দিলে ভালোই কাজ হবে। খাঁড়ার বদলে কুটনো কোটার বাঁটি বা ছুরি-কাটারী তো আছেই। আর স্টিলের প্লেট নারায়ণের চক্র। অসুর বাবাজী চম্পট দিতে বাধ্য।

সেদিন রবীন্দ্রজয়ন্তী মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে ছিল পেটপুজোর আয়োজন। রিনির মা ঘুগনি আর দানাদার নিয়ে এসেছিলেন সকলের জন্য।

দাদা সেদিন কথা দিয়েছিল পুজোতে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাবে। গ্রীষ্ম, বর্ষা পেরিয়ে শরৎ আসা মানেই তো পুজো চলে আসা। নতুন জামা, জুতো, ইমিটেশনের কানের দুল, গলার চেন, ক্লিপ, আরও কত কী! দিদিরা বন্ধু পেয়ে গেছে। কেউ যাবে না, দাদাকে বলে দিয়েছে।

ঝিনি দাদার সঙ্গে তার বন্ধুর বাড়ি এলো। কলকাতা তখন আলোয় ঝলমল। কলেজ স্কোয়ার, ৮-এর পল্লী - সব বড় বড় প্যান্ডেল। দাদা কাকে যেন বলল, "এ আমার ছোট বোন।" জেঠিমার মতো একজন মহিলা প্যান্ডেলের মধ্যে রোয়াকে বসেছিলেন। বললেন, "বেশ, তোমরা উপরে যাও, আমি আসছি। খোকা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ওপরের ঘরে।" আমরা উপরে গেলে দাদার বন্ধু বলল, "বোনটি, তুমি খাটে পা গুটিয়ে বসো।"

এমনসময় হঠাৎ আলো নিভে গেল - লোডশেডিং। ঐ মহিলা নীচের থেকে বললেন, "খোকা, হারিকেনটা নিয়ে যা।" দাদার বন্ধু হারিকেনটা নিয়ে আসলো। হারিকেনের আলোয় রিনিকে দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলো "লাভলি!"। ঝিনি জীবনে এই প্রথম কোনো পুরুষের মুখে কথাটা শুনে লজ্জা পেয়ে গেল। কথাটা সে আনেকদিন ভুলতে পারেনি। আর, তারপর থেকে নিজেকে সাজাবার জন্য চোখে কাজল আর কপালে টিপ দিয়েছে। কিন্তু গালের ঐ টোলটা, এটা তো ভগবানের দান, যা সিনেমায় সে শর্মিলার দেখেছে।

একদিন সে স্কুলের পথে একলা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন একটা ছেলে চিৎকার করে বলেছিল, "বাতাসী, তোমার কত চুল!" সেদিন থেকে ঝিনি একা একা পথ চলতে ভয় পায়। তবে কী সত্যিই ও বড় হয়েছে?

বন্ধুর দিদির বিয়ে। ঝিনিকে ওর মা এসে বলে গেছে, "তুমি যেও। দুই বন্ধু মিলে রাত্রে থাকবে। বিয়ে তো গভীর রাত্রে।" ঝিনি বসে আছে যেখানে পিন ঠেকিয়ে গান বাজছে, কমলা ঝরিয়ার গান। হঠাৎ কিসের চেঁচামেচি শুনে ঝিনি উঠে গিয়ে দেখে বর পিঁড়ি থেকে নেমে, মালা খুলে ফেলেছে। সবাই বরকে কি যেন বোঝাচ্ছে। ঝিনি পরে বুঝেছে বরের কনে পছন্দ নয়। বরের বাবাকে ডাকা হল। তিনি এসে হাত জোড় করে ছেলেকে বললেন, "তোমার মায়ের শরীর ভালো নয়। মা উঠতে পারে না। মেয়েটি বড় মমতাময়ী, তাই আমি এ বিয়েতে রাজি হয়েছি। তুমি বাবা অমত কোরো না। আমার সম্মান বাঁচাও।"

আজ অনেক দিন বাদে ঝিনির সেই কথা মনে পড়ল। ওর যার সাথে বিয়ে হচ্ছে, সে দেখতে আসছে না কারন যত মেয়ে দেখে সবেতেই না করে। তাই ছেলের বাবা বলেছে তুমি একজন তোমার বন্ধু পাঠাও আমাদের সঙ্গে। ছজন বয়স্ক লোক আর একজন ২৪-২৫ বয়সী বন্ধু। তবে সেও বিবাহিত। ঝিনি পরে শুনেছে মেয়ে দেখার পর ঝিনির husband তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কিরে? মেয়ে কেমন দেখলি?" উত্তরে বন্ধু বলেছিল, "ভালো। শুধু ভালো, এর বেশি কিছু নয়।"

বিয়ের রাতে ঝিনির বর তাকে বলেছিল আমার কিন্তু একটা জিনিস চাই। ঝিনি তো কথাটা শুনে প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিল।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 60 20/09/19 9:59 AM

- "আমি তোমার নামটা পাল্টে দেব।"
- "কী নাম দেবেন?"
- "আমি মধু আর তুমি মিতা।"
ঝিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

এরপর একদিন ঝিনি বরের জামায় বোতাম বসাচ্ছিল। বর অফিস যাওয়ার সময় হঠাৎ ঝিনিকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, হরিপদ কে?" ঝিনি অবাক হয়ে উত্তর দিল, "কে হরিপদ?"
- "আমি কি জানি? তুমিই জানো।"
বলেই দলা পাকানো কি যেন একটা ওর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বেড়িয়ে গেল। ঝিনি আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। তারপর দলা পাকানো জিনিসটা খুলে দেখল একটা রুমাল। রুমালে লেখা ঐ নাম টা। ওর মনে পড়ে গেল মনির কথা। মনি জোগাড়ে, মিস্ত্রির সঙ্গে ওদের বাড়িতে কাজ করত। মনি দশখানা ইট মাথায় নিয়ে এসে ভারায় রাখত, বড় বালতি করে পুকুর থেকে জল আনত, বালি-সিমেন্ট মাখত সারাদিন ধরে। একদিন মনি এসে ঝিনিকে বলেছিল, "আমাকে একটা সোয়েটার বানিয়ে দেবে... দেবেন।" ঝিনি দিয়েছিল, তবে মাকে লুকিয়ে। মা জানতে পারলে বকবে যে, "পড়াশুনো নেই, এসব হচ্ছে?"

মনি এত খাটে, তবু মিস্ত্রির কাছে বকা খায়। ঝিনির মায়া হয়। মনির বালি-সিমেন্ট মাখা আর আজ শ্বশুরবাড়িতে তার আটা মাখা যেন একইরকম। ঝিনি মনির কথা বন্ধুদের কাছে বলায় বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিল, "কিরে? প্রেম নাকি?"
-"ধুর! জোগাড়ের সাথে প্রেম হয় নাকি?"
মনি একবার একটা রুমালে ফুল তুলে দিতে বলেছিল আর বলেছিল তাতে একটা নাম লিখে দিতে। নামটা হল হরিপদ। রুমালটা মনির আর নেওয়া হয়নি। ঝিনি মনে মনে ভাবল এই হরিপদকে নিয়ে মজা করা যাবে কিন্তু বাড়ি ফিরে মধু আর কিছুই বলেনি।

একদিন শাশুড়িকে বলে ঝিনি বন্ধু ললিতার বাড়ি বেড়াতে গেল। ললিতা তো ওকে দেখে লাফিয়ে উঠলো, বলল, "খুব ভালো দিনে এসেছিস। আজ মাসিমা আসছেন বিদেশ থেকে। অনেক গল্প হবে।" মাসিমা আনেকটা তার মায়ের মতো দেখতে। মাসিমা প্রথমেই কেদার-বদ্রীর কথা বললেন। তাঁর মনে হয়েছে কেদারনাথ পাহাড়ের চূড়া। তাঁকে ঘি মাখাও, মন্দাকিনীর জলে স্নান করাও, বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরো; তাঁর আপত্তি নেই। তিনি মানুষের সেবা চান, স্পর্শ চান। তাই অত প্রলয়ের মধ্যে তিনি রইলেন অচল, অটল। মাসিমা কেদার-বদ্রী হেঁটে গিয়েছিলেন। কাঠ, কুটো, পাতা নিয়ে বরফ জমা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দেখেছেন প্রকৃতিকে। কুলুকুলু শব্দে ঝরনা নেমে আসছে, কখনো বা ঝরনার জল ডিঙিয়ে চলতে হচ্ছে। সঙ্গে নেপালি পিতম মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় কোনো সময় বৃষ্টি এলে আগে থেকেই পিতম দাঁড়িয়ে, ওয়াটারপ্রুফ হাতে নিয়ে। মাসিমাকে সে ডাকছিল ছোড়দি বলে। ভারী সরল মানুষটা।

গৌরীকুণ্ডে স্নান করে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সময় লেগেছিল মন্দির পৌঁছাতে। পরের দিন কতকগুলি ব্রহ্মকমল হাতে নিয়ে ঐ দারুণ ঠাণ্ডায় মন্দাকিনীতে স্নান করে খালি গায়ে শিবের পুজো দিতে আসছেন এক সাধু। কেদারনাথ তো জড় পদার্থ, এই সাধুই সাক্ষাত শিব। নাহলে এত ঠাণ্ডা সহ্য করছেন কিভাবে? তাঁর হাতের ব্রহ্মকুণ্ডগুলি সবুজ রঙের। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে অনেক নীচে মন্দাকিনীর জল নেমে আসছে। এই পথে জঙ্গলে কাঠে কাঠে ঘষে দাবানলও দেখা যায়।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী মহাভারত বিশ্বাস করো? যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একটা কুকুর সাথী হয়েছিল স্বর্গের পথে যেতে।" মাসিমা যখন ফিরছিলেন তখন একটা কুকুর সঙ্গে সঙ্গে আসছিল পথ দেখাতে। মাসিমার আশ্চর্য লেগেছিল কেন কুকুরটি ওদের আগে আগে চলছিল। কুকুরের তৃতীয় নয়ন খুব প্রখর, ঘ্রাণশক্তিও প্রবল। তাই তো এয়ারপোর্টে কিম্বা চোর ধরতে কুকুরের সাহায্য নেওয়া হয়। তিনি ভেবেছিলেন ও বোধহয় কিছু খাবার চাইছে, তাই তিনি কিছুটা আমসত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কুকুরটি আর এলো না। ও দয়া চায় না, পথের সাথী হতে চায়।

এরপর মাসিমা বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন। "ওখানে হাঁটতে হয় না। বদ্রীনাথকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি বহু অলঙ্কারে সজ্জিত, দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেন।" কথাগুলো বলতে বলতে মাসিমা হাসছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "অন্যায় কোরো না।" অলকা নদীর উপর ব্রীজ পার হয়ে মন্দির পৌঁছাতে হয়। এখানেও কুণ্ডের গরম জলে স্নান করে পুজো দেওয়া। এক

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 61 20/09/19 9:59 AM

পাণ্ডাঠাকুর পূজা নিচ্ছিলেন। মাসিমার দিদি বদ্রীনারায়ণের উদ্দেশে পঞ্চরত্ন দিলেন -- সোনা, রুপা, হীরা, চুনি, পান্না। পান্ডাঠাকুর সেগুলি পকেটে রাখলেন। মনে হল টাকা হলেই ভালো হত, এসবে কি হবে?

কথার মাঝে মাসিমা বললেন, "তোমরা আত্মা বিশ্বাস করো? আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষ যেমন কাপড় বদলায়, তেমনি দেহ পাল্টে আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করে। সেকথা নাহয় পরে বলব।"

মাসিমা যমুনেত্রীও গিয়েছিলেন একজন লোকের কাঁধে ঝুড়িতে বসে। মেসোমশাই বলেছিলেন, "এতে পুণ্য নেই।" তিনি হেঁটেই গিয়েছিলেন। যমুনেত্রী পৌঁছে ওখানেই সেই গরম জলের কুণ্ডে স্নান সেরে পুজো দেওয়া। অত উঁচুতে মেঝে গরম, একটা পাতকুয়া মতো, তাতে কাপড়ে বেঁধে চাল দিলে ভাত হয়ে যায় -- সেটাই প্রসাদ। জানকী চটিতে এক রাত্রি কাটিয়ে নীচে আসতে হয়েছিল। নীচে এসে মাসিমা অবাক হলেন। দেখলেন একটি ২২-২৩ বছরের ছেলে ঝুড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলছিল, "আমি কাজ পাইনি। দুদিন বসে। তুমি তো তাও কাজ পেয়েছো।" মাসিমার লোকটি বয়স্ক। ৪০০ টাকা নিয়েছিল। এরা চেহারা দেখে টাকা চায়। মাসিমা বললেন ভাগ্যিস ওর ঝুড়িতে উঠেছিলাম। তাই তো ও কাজ পেয়েছে। না হোক আমার পুণ্য।

মাসিমা ঔরঙ্গাবাদের ইলোরাতে শিব মন্দিরটির কথা বলেছিলেন। মন্দিরটি পাহাড় কেটে ওপর থেকে তৈরি। অত বছর আগে তখন এমন কিছু যন্ত্রপাতি ছিল না। কেবল পাথরের অস্ত্র দিয়ে মন্দিরটি কিভাবে যে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, ওনার আশ্চর্য লেগেছে।

অবশেষে ওরা বলেছিল আপনি বিদেশের কথা বলুন। তখন উনি নিউজিল্যান্ডের কথা বলেছিলেন। ধুলোবিহীন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; ফুল-ফল, গাছপালায় ভরা নিউজিল্যান্ড তাঁর ভালো লেগেছে।

ঝিনিরও ভালো লেগেছে এসব গল্প শুনে। তবে, তার কাছে এসবের থেকেও বাংলা অনেক বেশি সুন্দর। গুরুজনের মুখের উপর বলতে সাহস হয়নি, কিন্তু মনে মনে বলেছে, "ভালোবাসি মা, মাটি, মানুষ, আর বাংলার মাকে।"

5 STAR PRINT AD

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 62 20/09/19 9:59 AM

Linoleum Print by **Shanta Basu**

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 63 20/09/19 9:59 AM

রক্ত ও প্রেম

স্বস্তিকা গাঙ্গুলি

অধরে কৃষ্ণচূড়া রেখে কে কে
সবুজ ধ্বংসের করেছে আয়োজন
বলো মন কেন এ অকারণ আগুনের
সাথে সহবাস মিথ্যেপ্রেমের প্রয়োজন।

পৃথিবী আজ বড়ই ক্লান্ত এ দ্বিচারণে
আকাশের সনে মাটির টানে অনভিপ্রেত,
যেখানে প্রেম ডুবে যায় হিংসা অবগাহনে
ফ্যাকাসে বিশ্বাসের হাত ধরে অবদমিত।

সভ্যতার বিচরণভূমি এই রাজপথ
বিষাক্ত ধূলিকণা মেখে কেন নিদারুণ,
সম্পর্কের হৃদয় চিরে রক্তমাখা
কেন আজ শূন্যে ওড়ে চিল নবারুণ।

উঠতি কিশোর কিশোরী মথিত যৌবন
অনাহুত বার্ধক্যের হাতে কেন নিষ্পেষিত
মদমত্ত প্রজন্মের অহংকার আশাবাদী প্রজন্ম
প্রতিহত অতীতের রোষে ভবিষ্যৎ শোষিত।

রাজপথ জনতার পথ শুধু রাজার নয়
রাজপথে রক্ত ও প্রেম একে অপরের বৈরী,
যদি দেশপ্রেম মানবপ্রেম থাকে অটুট
ভালোবাসা অহংয়ের পথ করো না তৈরী।

আত্মোক্তি

কুহেলিকা মাইতি

লিখতে আমায় হবে কিছু,ভাবছি মনে তাই
কি লিখব কি লিখব ভেবে কিছু না পাই।
এই দেশেতে এলেম যখন শর্ত ছিল মনে,
ইচ্ছে পূরণ হলেই আমার, ফিরব নিজের স্থানে।
থাকতে থাকতে এতগুলো দিন এই দেশটাকে হায়,
বেসে ফেলেছি যে অনেক ভালো, ভোলা কি সহজে যায়?
জন্মভূমি ভারত আমাদের,কর্মভূমি হেথা
কাকে ছাড়ি কাকে রাখি,এটাই বাস্তবতা।
এরই নাম জীবন, দু নৌকায় পা
দুটি দেশ-ই আমার দেশ, ঈশ্বর দিলেন তা।
আত্মীয়স্বজন,বন্ধু-বান্ধব কেউ-ই নয় কম,
তার পরেও রক্তের টান, ত্যাগ করাটা ভ্রম।
এই কারণেই যাচ্ছি ফিরে জন্মভূমির কাছে,
কর্মভূমি সবসময়ই থাকবে মনের মাঝে।
এই দেশেতে পেয়েছি আমরা এত ভালোবাসা,
বলার মতো মোদের কাছে নেই যে কোন ভাষা।
দেশকে জানাই প্রণাম মোদের বড়োদেরও তাই,
ছোটদের সকলকে ভালোবেসে যাই।
সবুজ পাতার দেশ, স্বজীব (নবীন কিশলয়) সবাই,
চিরদিন সকলকে এমনই দেখতে চাই।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 64 20/09/19 9:59 AM

Nō hea ahau?

Sujata Roy

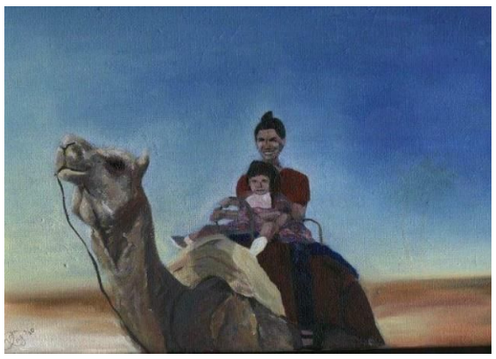

An immigrant yearns for belonging,
The way a lost child seeks her mother,
She lives her life in 'no man's land',
Never quite one, or the other.

In the deep pit of her gut she is incomplete,
Determined to 'find herself' whilst travelling home,
For she was never raised there, you see,
She can't call her motherland her own.

'Where am I from?' she aches to belong,
They look much like her, but don't sound the same,
She mimics the accents from Bollywood films,
She's no longer the girl with an uncommon name.

She finds solace among the blaring horns,
The distant-relatives' welcoming embrace,
She wants to fit-in, she dresses the part,
Forging a connection to 'her place'.

White flowers interlace waist-length hair,
A hibiscus tucked behind her ear,
A red round bindi where her spirit resides,
Complete with kohl-lined almond eyes,
When she returns to her foreign home,
The clean, green land of the long white cloud,
Where people are the *kaitiaki* of all they hold near,
Stand for what they believe in, tall and proud.

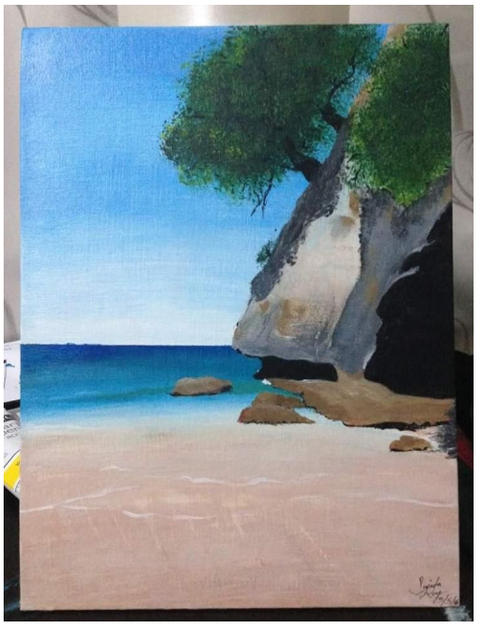

A slice of heaven in the South Pacific,
Strong spiritual ties with mountains and rivers,
Young *Aotearoa* is full of courage,
Land of hobbit holes and wise old wizards.

She is not lost at sea on this waka alone,
Through introspection she has found-
She is more than just one, or just the other,
This is the story of all the immigrants around.

*Paintings by **Sujata Roy***

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 65 20/09/19 10:00 AM

Ode to two little feet

Sushanta Roy

Summer is hard - perched and dry

Dust in my eyes - a blessing in disguise

I did not want to see

I was not strong.

The optimist went about their daily

I was only waiting for monsoon - it was always a friend.

Yet in the distant horizon I saw little shoots

Almost doused in sand

Courageous and playful -all very noisy and bold.

They said "Live - just like we do"

Noisy and bold.

Among them I saw a little girl. She said,

"Take me to the sea - and then to a hill

If I can live so can you"

I didn't know the answer – can I?

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 66 20/09/19 10:00 AM

Saving

Madhurima Chatterjee

Nobody saves you.
They can sweep you off your feet
Without claiming love.
They can become fantasies
By lying with you and not to you.
They can be just as perfect
When you have nothing to expect.
The age-old true love can grow
And with old age, manifest fallacies.
Because as a self-loathing treasure trove,
You can't meet more defeat.
So, Nobody can save you.

Durga Puja

Emili Biswas

This event is marked on every Bengali calendar,
It brings us excitement and makes us feel eager,
We dance and unfold our festive emotions,
The passion and love reveal beautiful creations;
Bhajans and mantras sung with devotion,
Blessings and good luck earnt with ambition.
We create and innovate our cultural senses,
That makes us realise our strong essences.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 67 20/09/19 10:00 AM

ক্ষতি

শাশ্বত রায়

কফিনের গহন অন্ধকারে
প্রধানমন্ত্রীর প্রণাম, প্রেয়সীর আর্তনাদ
হয়তো স্পর্শ করেনা, তবে
মৃত্যু যা নিয়ে যায় তাতে বাকি থাকা জীবনগুলোকে
চির ঋণী করে যায়। যে ক্ষতি শোধের অযোগ্য।
একবারটি তোমার কাছে আর না থাকা মানুষটার
কথা ভাবো...
পুলওয়ামা আসলে আমরা সবাই।

জীবন, দিন, মাস এর পরেও কাটতে থাকবে
ক্যালেন্ডার এর কুচকাওয়াজ মেনে।
যারা এর মধ্যে একটা চিঠি লিখতে চায়
সেই দেশসেবকের বেঁচে থাকা মা কে,
তাকে লিখতে দাও, বলতে দাও
"তোমার আর একটা ছেলে বা মেয়ে আছে মা"।
যে ফেসবুকে শোকের বাতি জ্বালাতে চায়,
সমালোচনার হাওয়ায় নিভিওনা।
সে হয়তো ওভাবেই পাশে থাকতে চায়।
একটু ভাবো, এই ক্ষত এর ক্ষতিতে
কিভাবে একটু প্রলেপ লাগাতে চাও?
পুলওয়ামা আসলে কিন্তু আমরা সবাই।

আমার কাছে প্রশ্ন আয়না হয়ে বলে
কাদের জন্য প্রাণ দেয় ওরা?
জীবন কে সর্বোচ্চ তুচ্ছতার অঙ্গুলিহেলন
সেই কী আমাদের জন্য?
আমরা কী সেরম মানুষ? ভারতীয়?
কেউ আমাদের প্রাণপাত করে রক্ষা করছে।
আমাদের চিন্তা, কাজ, জীবনধারণ কী
আদৌ রক্ষণের প্রয়োজন রাখে?
আশা রাখি মৃত্যু যেন জীবন-যুদ্ধে হারে।
পুলওয়ামা আমাদের সবার মধ্যে আমৃত্যু
বেঁচে থাকুক।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 68 20/09/19 10:00 AM

আমার সন্ধ্যাকাশের মেঘ

উপাসনা চৌধুরী

ফটোগ্রাফিঃ ***স্বয়ম সরকার***

আমি যখন সন্ধে দেখি, ডুবন্ত সূর্য দেখিনা --
পশ্চিম আকাশে উড়ে বেড়ানো মেঘ গুলোকে দেখি।
ওরা কেমন সরল শিশুর মতো হাওয়ার টানে ভেসে বেড়ায়।
ওদের যেন কোথাও যাওয়ার নেই, কোনো লক্ষ্য নেই।
ওরা জানে কিনা আমি জানিনা, আমি জানি,
ওদের কারো কারো বুক ভ'রে আছে টলটলে স্বচ্ছতায়।
মেঘের গায়ে মেঘ লেগে
যে কোনো সময় ঝরে পড়তে পারে সুখ হয়ে।

কিন্তু ডুবন্ত সুজ্জিটা এতকিছু জানে না,
তার তো এখন ছুটি, সে মুখ লোকাবে কারো বুকে।
দূর থেকে দেখে ভয় করে আমার,
আজ কোন মেঘ বেছে নিলো সুজ্জি দেবতা?
আমার পক্ষীরাজ, না কাঠচাঁপা মেঘ।

এক্ষুনি হয়ত খরগোশ মেঘটা
বুকে সুজ্জি চেপে ধ'রে জ্বলে উঠবে লাল হয়ে।
আমার ভয় করে।
গনগনে আঁচে টলটলে সুখটুকু শুকিয়ে না যায়।
ওর যে বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল।

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 69 20/09/19 10:00 AM

নিউজিল্যান্ডে বরষা

অরবিন্দ রায়

ঘোর ঘন কালো মেঘ জমায়েত দেখে,
দেখি বরষার আগমন আকাশ ছাই মেখে।
পবন দেব আগেই ব'সে আছে এই দেশে,
শীত এসে তাঁর সাথে একত্রে মেশে।
এই দেখি কালো মেঘ ক্রমে নাই মেঘ,
আকাশ পরিষ্কার হয় কারন হাওয়ার বেগ।।

জল পেয়ে গাছপালার যেই স্বরূপ ধরা,
হাওয়ার সঙ্গে তাদের দেখি সম্মেলক নড়া।
মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে মেঘের গরজনে,
নিমেষে বজ্রের আঘাত বিদ্যুৎ চমকনে।
রেনকোট, গামবুট, ছাতা যেমন বর্ষতি,
সুফলনের দেশ হ'লে মহানন্দে মাতি।।

অঝোর বরষণে জাগে মাতাল উন্মাদনা,
মহীরুহ, সিগল্ পাখির স্থিতি দেয় প্রেরণা।
বরষার আমেজ আনে ঘরে বসে কাজ,
গাড়ী নিয়ে কাজ সারে সবাই দেখি আজ।
মানুষের বিরাম নেই এ-চরম পরিবেশে,
মানিয়ে নিয়েছে সে দীর্ঘ কালের অভ্যাসে।।

নদী ভাসে, শহর ভাসে অতি বরষাতে,
যেমন জীবন দেয় তেমনি পারে নিতে।
তাঁর মাঝে উঁকি দেয় রবিমামা যখন,
বরফ আর বাষ্পের মাঝে মিল দেখি তখন।
কবির ভাবনায় বরষা শ্রেষ্ঠ ঋতু মানি,
থাকলে শীত সঙ্গে হাওয়া কি হয় তা জানি।।

ধরনীকে ধুয়ে বরষা করে পরম সুন্দরী,
সুফলনে আয় দেয় হ'লে ভালো মঞ্জরী।
এই দেশে শীত পবন বরষার সহাবস্থান,
প্রতিদিনই ভালো লাগে বরষার গান।
এতকিছুর পরে যেই দেখি নীল আকাশ,
নিউজিল্যান্ডে ভরে মন চোখে মুখে প্রকাশ।।

ফটোগ্রাফিঃ ***স্বয়ম সরকার***

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 70 20/09/19 10:00 AM

How Artificial Intelligence Will Affect Us

Neel Das

Imagine waking up to your personal robot assistant serving you breakfast. Imagine a computer algorithm folding your bed for you. Imagine hopping into your self-driving car and arriving at school without even touching the steering wheel. Sooner than you think, these dreams will become a reality. Artificial Intelligence will have a big impact on our lives. It will increase convenience in transport, it will automate jobs, and has the potential to save lives.

The first question going through your mind might be, what is artificial intelligence anyway? Artificial intelligence, also known as AI, doesn't have a strict definition but what it really boils down to is technology being able to perform tasks such as answering a question or translating words into another language. You might have already seen examples of artificial intelligence in your daily lives. In fact, there's a good chance you have had these virtual assistants in your pockets before. Yes, I'm talking about Ok google or Siri. They can perform simple tasks, such as responding to your questions or recognising your voice. You may think that's impressive but that's only scratching the surface of what AI can do.

You may have heard about self-driving Teslas or self-driving Ubers. If not, they are exactly what the name suggests, a car that can drive itself. Wouldn't it be amazing if you could arrive at your destination without even needing to think about where you're going? You will also be able to get to your destination significantly quicker since it's much easier for a computer to avoid traffic jams than a human brain. Not only will it be slightly more convenient, but it will also cut down car accidents as there is no room for human error. It won't just cut it down by a bit but by a whopping 94%, making the roads much safer to walk along. These self-driving Teslas are planned to be finished by 2020.

A lot of books, movies etcetera depict robots automating some of our chores and that's not far from what the future might turn out to be, in fact, it's already happened to some extent. Folding laundry is a task no one wants to do. Imagine life with a robot to do those boring tasks for you. Yes, these robots already exist, the most well-known example of this is Laundroid, don't get too excited though, as it takes 4 minutes to fold a single item of clothing. But that's with today's level of technology. In a few years, I believe we could radically improve this speed. We're still thinking small. We could also automate jobs; thousands in fact.

Artificial intelligence isn't just going to give us easier lives but also longer lives. Cancer is responsible for many deaths and by the time you've been diagnosed with it might already be too late. AI will hopefully detect those problems before they become too serious. Not only will it prevent illnesses before they already happen, but also figure out the exact medication needed using information about the illness.

The way Artificial intelligence is portrayed in Movies, video games etcetera might make you scared of Artificial intelligence, but the pros greatly outweigh the cons. It will change transportation for the better, automate boring task and potentially save millions of lives. AI is neither good nor evil. It's a tool. It's a technology for us to use. It's how we use them that counts.

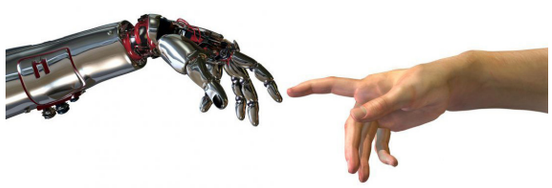

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 71 20/09/19 10:01 AM

Teenagers Get Less Sleep Because of Technology

Sachi Roy

Technology has become a significant part of our lives. We use it almost every minute of the day and often lose track of time, especially when using our devices before bedtime. In the last 5 years, The National Sleep Foundation has found that **us teenagers** are not getting enough sleep because of the overuse of mobile phones, laptops, playing video games and the list is endless.

Our sleep patterns are affected in three ways - The Habits of Mind, Physiological Shifts and Our Emotional Wellbeing.

Most teenagers have the inability to self-regulate the ability to exercise self-control over our devices. The majority of our generation are developing strong habits of over-using different technologies like checking own phone repeatedly, putting earphones on, walking while texting - which all contributes to sleep deprivation. Let's not forget the social media like Facebook, Instagram and WhatsApp too!

Experts say, it is not wise to use a screen immediately before bedtime, as the bright screen affects the biological rhythms that govern sleep. A study in the Journal of Applied Physiology suggests that performing "exciting" computer/video games may actually suppress the production of melatonin, the so-called "sleep hormone". Another research suggests that the overuse of technology late at night affects the cognitive abilities, creating an easily distracted generation whose brains are still developing.

According to Dr Alison Baker, a child adolescent psychiatrist, "Teens affected by sleep deprivation because of overuse of Technology, in general, say 'I'm miserable', 'I'm grouchy and dumb', which all leads to depression." Sleep-deprived teenagers suffer from moodiness, the constant battles, the reckless, impulsive and careless behaviour that affects our behaviour during the day.

Sleep is important in our lives as it improves our health/Hauora. Through sleeping, physical health matters, the ability to store information in the brain increases; leading to good performance academically and also helps in building a strong relationship with our parents, teachers and peers. Proper sleep reduces stress and anxiety thus reducing the number of accidents a teen can get him/her involved in. The best way to prevent is by not using our device an hour before sleep or putting phone in another room before going to bed!

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 72 20/09/19 10:01 AM

Nō hea koe?

Svetlana Banerjee

As I began my journey of becoming a teacher, I was asked to look deep inside myself at my identity and who I am. Nō hea koe? This is a small excerpt from this write up which I felt expressed what an important role the Probasee community has played for people like me who have grown up away from India.

Culture is a large part of one's identity. I identify myself as a Kiwi Indian. Researchers Bhabna (1994) and Hussain (2008) call this a hybridised identity. I look back and feel privileged to have had the best of both worlds and to have been able to make choices between the different perspectives I was acquainted to. Most people are submerged in one culture and they do not always get the opportunity to broaden their horizons and way of thinking. They do not get to participate in multiple communities.

I was born in New Zealand with experiences which reflected the western Kiwi culture while simultaneously being exposed to Indian culture, language, and values. I was never forced to choose one or the other to define my identity and I was always given the assurance that I was a fusion of both. From when I was born, my parents made sure that I learned Bengali. I only realise now how important it was for me to have access to the Bengali language and connections to Bengali culture. It gave me my roots and foundations. It connected me to where my parents came from and what my ancestors spoke and believed. I give a lot of credit to the Bengali community which emerged here in Auckland for giving me the opportunity to experience festivals and participate in cultural programmes which strengthened my connections to India.

I have my own little culture along with many other people like me. In New Zealand, I am Indian in many ways. When I visit India, my strong Kiwi roots emerge. Unknowingly my way of thinking, talking, and reflecting on the world is underpinned with a Western perspective because of my upbringing in New Zealand. In different situations, I adapt. I am traditional at times, open-minded at others. I am quiet at times and speak up at others. I am proud to call myself Kiwi Indian and to say that both parts of my culture make me who I am.

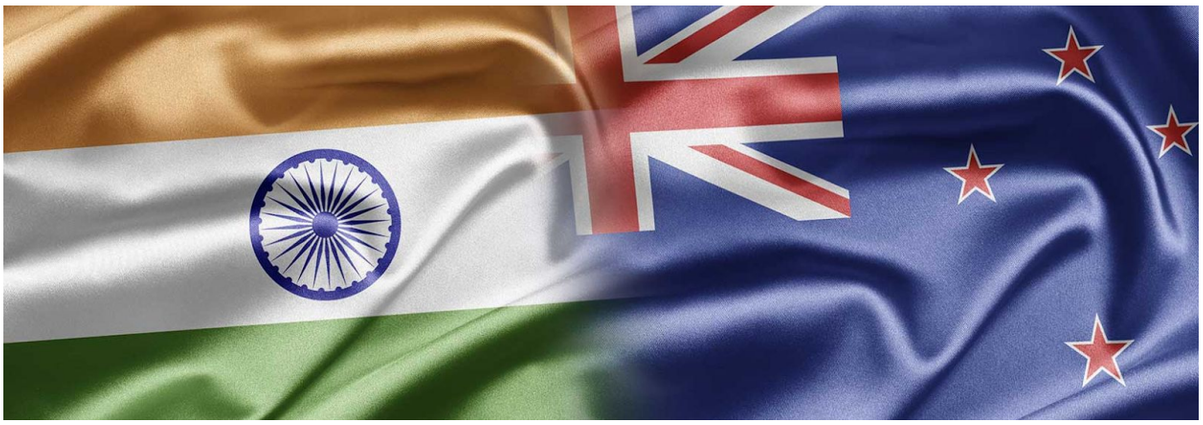

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 73 20/09/19 10:01 AM

The Peshawar School Massacre

Krittibas Dasgupta

On 16 December 2014, Taliban terrorists, in their misplaced zeal to prove that education counts for nothing in their grotesque vision of the world, stormed into the Army Public School in Peshawar in Pakistan. Armed with semi-automatic rifles, they mowed down the hapless school children and teachers with the careless abandon of fun-seekers in a shooting range. The school floor was awash with the blood of 141 innocent lives.

I was shocked and angered beyond any power of expression I had. Somehow my thoughts turned to the lyrics of a song penned by Bob Dylan in the 60's. Although Dylan's song "A Hard Rain's A-gonna Fall" is about people's deep-seated fears of a nuclear holocaust, the words resonated very strongly with the way I was feeling. It didn't take me long to adapt the lyrics with a few well-chosen tweaks. It was cathartic, and to a small extent helped me to deal with the enormity of what had happened:

Oh, where have you been, my blue-eyed son?
And where have you been my darling young one?
I've been in a classroom with nobody in it
I've walked over hallways all muddy with blood
I've been in a playground all silent & empty
I've been out in front of strange men with no faces
I've been standing alone in the mouth of a graveyard
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, what did you see, my blue eyed son?
And what did you see, my darling young one?
I saw faces of friends all red & disfigured
I saw shadows of laughter in eyes that were empty
I saw a black desk with blood that kept drippin'
I saw a room full of men with their guns all a-blazin'

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 74 20/09/19 10:01 AM

I saw some people crying some turned into stone
I saw bodies of angels with their wings all broken
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall.

And what'll you do now, my blue-eyed son?
And what'll you do now my darling young one?
I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin'
I'll walk to the ends of abandoned highways
Where people spray hatred from places of worship
Where wolves prey on the souls of the naked
Where the hot summer haze hides hearts colder than ice
And the executioner's face is always well hidden
And I'll tell it and speak it and think it and breathe it
And reflect from the mountain so all souls can see it
And I'll stand on the ocean until I start sinkin'
But I'll know my song well before I start singing
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

With apologies to Mr Robert Zimmerman.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 75 20/09/19 10:01 AM

Probasee Annual Events

1. Alo Adhare Amar Kobi - 2019 (আলো আঁধারে আমার কবি - ২০১৯)

A tribute to Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, and Sukanta Bhattacharya.

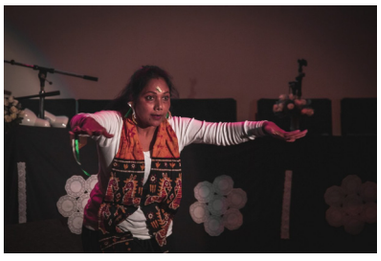

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 76 20/09/19 10:02 AM

2. Bongo Mela 2019 (বঙ্গ মেলা ২০১৯)

Embracing the first day of Bengali New Year 1426.

3. Anondo Mela 2019 (আনন্দ মেলা ২০১৯)

Celebrating the first essence of Durga Puja. Into the Pujo vibes.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 77 20/09/19 10:02 AM

4. Probasee Annual Play 2019

The annual play “Shorkari Officer” is a political and bureaucratic satire contextualised to the post-millennial and contemporary West Bengal.

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 78 20/09/19 10:02 AM

Wishing you & your Family a Happy Durga Puja

Proudly Supported by

COGS

Community Organisation Grants Scheme

Probasee Souvenir 2019_v2.indd 79 20/09/19 10:02 AM

Eco Travels
24x7 GLOBAL SUPPORT
0272 16 17 18
EXPLORE THE
WORLD
with ECO TRAVELS
Our Services:
• Cheapest Airfares
• Affordable Tour Packages
• Unbelievable Cruise Deals
• Travel Insurance
শুভ শারদোৎসব